প্রতিদিন বদলে যাই নতুন প্রকাশে

নবপ্রকাশ

Daily Naboprokash ❍ ঢাকা ❍ রেজি নং- ৬৭৩৫ ❍ বর্ষ- ০৪ ❍ সংখ্যা- ২০৪ ❍ ৮ পৃষ্ঠার দাম ৫ টাকা

মঙ্গলবার
১৪ জুলাই, ২০২৬
৩০ আষাঢ়, ১৪৩৩
২৮ মহররম, ১৪৪৮ হিজরি

/naboprokash
www.naboprokash.com

২ আমাদের মানুষ্যত্ব-সহমর্মিতা যেন হেরে না যায় : জয়া

২ নওয়াপাড়া নদীবন্দর আধুনিকায়নে প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে : নৌমন্ত্রী

৭ জনগণের কল্যাণে পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে : ডিএমপি কমিশনার

৭ ২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দলের ছক ইনফান্তিনোর

হাঁটুপানি মাড়িয়ে বাড়ির পথে নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা। ছবিটি গতকাল মতিঝিল, ঢাকা থেকে তোলা।

খাল-নদীর পথ হারিয়েছে বৃষ্টির পানি

বারবার ডুবছে ঢাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আকাশে মেঘ জমলেই এখন ঢাকাবাসীর মনও আঁধারে ঢাকে। ঘণ্টাখানেক ভারী বৃষ্টি হলেই ডুবে যায় রাজধানীর অধিকাংশ সড়ক। কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও আবার জমে কোমরসমান। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। কর্মজীবী মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, রোগী, ব্যবসায়ী-সবাইকে পোহাতে হয় চরম দুর্ভোগ।

রোববার (১২ জুলাই) টানা বৃষ্টিতে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পানির নিচে তলিয়ে যায় বিভিন্ন মোড়, অলিগলি ও নিম্নাঞ্চল। কোথাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকে যানবাহন, কোথাও বিকল হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত গাড়ি ও গণপরিবহন। সোমবার (১৩ জুলাই) সকাল থেকে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা পুরোপুরি কাটেনি। এই জলাবদ্ধতার অন্যতম বড় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বৃষ্টির পানির স্বাভাবিক প্রবাহপথ হারিয়ে যাওয়া।

একসময় রাজধানীর অসংখ্য খাল, জলাশয় ও প্রাকৃতিক নালা দিয়ে বৃষ্টির পানি দ্রুত নদীতে নেমে যেত। কিন্তু বছরের পর বছর দখল, ভরাট, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং কার্যকর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে না ওঠায় সেই পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানি কোন পথে নদী-খালে যাবে সে পথটিই যেন হারিয়ে গেছে! ফলে অল্প সময়ের ভারী বৃষ্টিতেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পানি আটকে থেকে সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা।

নগরবাসীর প্রশ্ন, প্রতি বছর বর্ষা এলেই কেন একই চিত্র দেখা যায়? বছরের পর বছর খোঁড়াখুঁড়ি, ড্রেন পরিষ্কার, খাল খনন ও নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরও কেন রাজধানী জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না?

কিন্তু নাগরিকদের এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি)। নাগরিকদের অভিযোগ, সিটি করপোরেশন জলাবদ্ধতা নিরসনের নামে প্রতি বছরে শত শত কোটি টাকা জলে ফেলছে। তারা কাজের কাজ কিছুই করছে না। ফলে প্রতি বছর বর্ষায় তার খেসারত দিচ্ছেন নগরের বাসিন্দারা। এ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জরুরি।

তবে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্টদের দাবি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, খাল দখল ও ভরাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি ক্রমেই আরও জটিল হয়ে উঠছে। এ সমস্যা নিরসনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নানান উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে ডিএসসিসি ও ডিএনসিসি।

নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, শুধু ড্রেন পরিষ্কার বা বর্ষাকালে খোঁড়াখুঁড়ি করে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ঢাকার প্রাকৃতিক খাল ও জলাধার সংরক্ষণ, সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন, পানি নিষ্কাশনের নতুন আউটলেট নির্মাণ এবং সেবা সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। অন্যথায় ঢাকাকে জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা কঠিন।

ঢাকার জলাবদ্ধতার কারণ

ডিএসসিসি সূত্র জানায়, ১০৯ দশমিক ২৪ বর্গকিলোমিটার

২ এর পাতায় দেখুন

জনগণ পাশে থাকলে দেশ পুনর্গঠনে সরকার কোনো বাধাই মানবে না : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'বর্তমান বিএনপি সরকারের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস জনগণ। তাই জনগণের সমর্থন যতক্ষণ থাকবে এবং জনগণ যতক্ষণ পাশে থাকবে, বিএনপি কোনো বাধাই মানবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা এই দেশটাকে পুনর্গঠন করতে চাই, সামনে এগিয়ে নিতে চাই। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই দেশটাকে একদিন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ।'

গতকাল সকালে গৌরনদীর বাটাজোরে ফ্যামিলি কার্ড পাওয়া নারীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বক্তব্যের শুরুতেই

২ এর পাতায় দেখুন

সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা গভীর: প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের গভীর আস্থা রয়েছে।

তিনি বলেন, 'জাতীয় সংকট মোকাবিলা, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী বারবার পেশাদারিত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।'

গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার পূর্ব রহমতপুর এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ মহড়া পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় সেনাসদস্যদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলেন।

তিনি জঙ্গলের ভেতরে

২ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল (সোমবার) সকালে বরিশালের গৌরনদীর সরিকল-বাটজোর খালপাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে উপস্থিত গ্রামবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য দেন। ছবি : বাসস

আসুন মিলেমিশে দেশের জন্য কাজ করি : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'কদিন আগে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে এ দেশ থেকে স্বৈরাচার হটিয়েছি। এবার আসুন সবাই মিলেমিশে দেশের জন্য কাজ করি।'

তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ যখন হয়েছিল, দল নির্বিশেষে সকলে মিলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম। এইমাত্র ক'দিন আগের কথা, আমরা এই দেশ থেকে স্বৈরাচারকে বিদায় করেছি। সকল শ্রেণি-পেশা, সকল ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে এসে এই দেশটাকে হটিয়েছে। তার মানে আমরা সকলে মিলে যদি কাঁধে কাঁধ রেখে দেশের জন্য, মানুষের জন্য যদি ভালো কাজগুলো করি, তাহলে সকলে মিলে উপকৃত হবো।'

গতকাল বরিশালের ত্রিশ গোডাউন বধ্যভূমি এলাকায় সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের প্রতি এ আহ্বান জানান।প্রধানমন্ত্রী একটি নারিকেল গাছের চারা রোপণ করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। বৃক্ষরোপণ শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরিবেশ রক্ষা সরকারের একার দায়িত্ব নয়, সিটি কর্পোরেশনের একার দায়িত্ব নয়। আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন, আজকে বৃক্ষরোপণের দিনে আমরা সকলে মিলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই ড় সকলে মিলে দেশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখব, ঠিক রাখব। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।'

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব আমাদের আশেপাশের এলাকা, আমাদের ঘরবাড়ির আশেপাশের এলাকা, আমাদের অফিস আদালতের আশেপাশের এলাকা, আমাদের স্কুল-কলেজের আশেপাশের এলাকা, আমাদের হাসপাতালের আশেপাশের এলাকাগুলো প্রত্যেকে আমরা চেষ্টা করব সেখানের পরিবেশটা যাতে নষ্ট না হয়, পরিবেশটা যাতে সুন্দর থাকে, ভালো থাকে।'

ত্রিশ গোডাউনে সাগরদী খালের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাগরদী খালটি এই এলাকার জন্য নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

২ এর পাতায় দেখুন

নবম ওআইসি মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনে যোগদান করেছে বাংলাদেশ

নিউজ ডেস্ক

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী নারী বিষয়ক নবম ওআইসি মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করেছে।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইসলামাবাদের জিন্নাহ কনভেনশন সেন্টারে ১২ ও ১৩ জুলাই দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইয়াসমীন পারভীন এবং মন্ত্রীর একান্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুল হক। এছাড়া, পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খানও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসি'র সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী

২ এর পাতায় দেখুন

নারীর মরদেহের পোস্টমর্টেমে নারী ডোম নিয়োগ চেয়ে হাইকোর্টে রিট

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের পোস্টমর্টেম-সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালগুলোতে নারীর মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য নারী ডোম নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থে রিট দায়ের করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মনির উদ্দিন এ রিট করেন। এতে স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।

রিটে উল্লেখ করা হয়, এর আগে দেশের সব পোস্টমর্টেম-সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালে অন্তত একজন করে নারী ডোম নিয়োগের আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে করা হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

আবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে

২ এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে নামছে বন্যার পানি

ভেসে উঠছে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক

চট্টগ্রামের বন্যাকবলিত এলাকায় ধীরে ধীরে পানি নামতে শুরু করেছে। তবে পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র। টানা কয়েক দিনের অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও জোয়ারের পানিতে প্লাবিত সাতকানিয়া ও বাঁশখালীর হাজারো মানুষ এখনো চরম দুর্ভোগে রয়েছেন। গত পাঁচ দিনে বন্যা, পাহাড় ও দেয়াল ধসের ঘটনায় জেলায় ৬ শিশুসহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাতকানিয়ায় গত রোববার থেকে বন্যার পানি নামতে শুরু করায় সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা মানুষ ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরছেন। তবে ঘরে ফিরেও স্বস্তি নেই। ঘরজুড়ে কাদা, নষ্ট হয়ে যাওয়া আসবাবপত্র, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে বিপাকে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। সাতকানিয়া উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার পর্যন্ত সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার ৫০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। পানি কমতে শুরু করায় তাদের মধ্যে প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেছেন। সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খন্দকার মাহমুদুল হাসান বলেন, ডলু নদীসংলগ্ন নিচু এলাকা এখনো পানির নিচে থাকায় অনেক পরিবার বাড়ি ফিরতে পারেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে বাঁশখালীতে বন্যা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। নতুন করে বৃষ্টিপাত হওয়ায় কয়েকটি এলাকায় পানির উচ্চতা আরও বেড়েছে। উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এখনো প্রায় ৬০ হাজার মানুষ পানিবন্দি রয়েছেন। কৃষিজমি, মাছের ঘের, সড়ক, বসতঘর ও অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির সংকট, জলবাহিত রোগের আশঙ্কা এবং সাপে কাটার ঘটনা নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়ি, সড়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনো পানির নিচে। অনেক এলাকায় নৌকা ছাড়া চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় ভোগান্তি বেড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় অনেক মানুষ কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। পুইছড়ি এলাকার বাসিন্দা আরিফুল ইসলাম বলেন, বাড়ির আশপাশের রাস্তা ও নিচু জমি সবই পানির নিচে। আমরা ঘরেই আটকে আছি। সকালে বৃষ্টির পর পানি আরও বেড়েছে।পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ত্রাণ

২ এর পাতায় দেখুন

সরকারের আর্থিক সংস্কার ও রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার প্রতি আইএমএফ সম্মান জানিয়েছে : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সরকারের আর্থিক সংস্কার ও রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রতিনিধি দল সম্মান জানিয়েছে। আইএমএফ-এর সঙ্গে বাংলাদেশের আগামী দিনের নতুন কর্মসূচির ভিত্তি ও সিকোয়েন্সিং নিয়ে এবং নীতিমালার সার্বিক দিক

২ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রশিবির থেকে বিদায় নিলেন সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম। সোমবার (১৩ জুলাই) ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় এক নেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রায় ২ মাস আগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে সাদিক কায়েমের নাম ঘোষণা করা হয়। গত ১

২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি হজযাত্রীদের ব্যয় কমাতে সহযোগিতার আশ্বাস সৌদি রাষ্ট্রদূতের

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের হজযাত্রীদের ব্যয় কমাতে সৌদি আরবের আরোপিত হজ ফ্লাইট-সংক্রান্ত কর ও চার্জ কমানোর আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ ইবন ধাফের ইবন উবাইয়া।

সোমবার সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রীর দপ্তরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম এবং প্রতিমন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ়, গতিশীল ও বহুমাত্রিকভাবে সম্প্রসারণের বিষয়ে উভয় পক্ষ গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন এবং হজ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, বাংলাদেশের হজযাত্রীদের ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সৌদি সরকারের

২ এর পাতায় দেখুন

সোমবার সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রীর দপ্তরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম এবং প্রতিমন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

রাজশাহীর চিড়িয়াখানাকে সাফারি পার্কের আদলে গড়ে তোলা হবে

প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী টুকু

নিজস্ব প্রতিবেদক

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী চিড়িয়াখানাকে আধুনিকায়ন করে সাফারি পার্কের আদলে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে চিড়িয়াখানার প্রাণীগুলো কোথায় স্থানান্তর করা হয়েছে এবং তাদের বর্তমান অবস্থা কী, তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীকে রাজশাহী চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে পশুপাখির খাঁচা, রাইডসহ বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখান রাজশাহী

২ এর পাতায় দেখুন

কুমিল্লায় জলাবদ্ধতা

নৌকায় চড়ে কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

টানা বৃষ্টিতে কুমিল্লা নগরীতে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। সোমবার সকালে নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেনি অনেক পরীক্ষার্থী। রাস্তাঘাটে থৈথৈ পানির কারণে অনেক জায়গায় যানবাহন চলাচল কমে গেছে। এ অবস্থায় নৌকায় চড়ে কেন্দ্রে ঢুকছে দেখা গেছে পরীক্ষার্থীদের।

নগরের মহিলা কলেজ কেন্দ্রের ভেতর শিক্ষার্থীদের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় কুমিল্লা মহিলা সরকারি কলেজ কেন্দ্রে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নৌকায় করে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে দেখা গেছে।

জলাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির বিষয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আহসান পারভেজ বলেছেন, 'কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখছে।'

মহিলা কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী তাছলিমা আক্তার বলেন, 'এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সকল বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত রাখা উচিত ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে পরীক্ষার কেন্দ্রে যেতে হচ্ছে। এ সময় অধিকাংশ পরীক্ষার্থীকে ভেজা কাপড়ে কেন্দ্রে

৭ এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বিদেশে বসে বক্তব্য দিয়ে নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে চাইছেন শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতে অবস্থানরত ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, তিনি বিদেশে থেকে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের পলাতক ও আত্মগোপনে থাকা নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন বলে তার ধারণা।

সোমবার (১৩ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শামা ওবায়েদ বলেন, শেখ হাসিনা একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। তিনি দেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে তাকে কারাগারে যেতে হবে এবং পরবর্তী সব কার্যক্রম আইনি

২ এর পাতায় দেখুন

নবপ্রকাশ

মঙ্গলবার
১৪ জুলাই, ২০২৬
৩০ আষাঢ়, ১৪৩৩
২৮ মহররম, ১৪৪৮ হিজরি

শেষের পাতা

বন্যাকবলিত জেলার স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের বন্যাকবলিত ১১ জেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা অব্যাহত রাখতে সরকার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।
তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল করে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা হয়েছে। কোথাও যেন কোনো রোগী চিকিৎসাবঞ্চিত না হন, সে জন্য পর্যাপ্ত ওষুধ, স্যালাইন, অ্যান্টিভেনম, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে বন্যাকবলিত ১১ জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল করে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে

৭ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন গতকাল সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বন্যাকবলিত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন। ছবি : বাসস

বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ববি হাজ্জাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেছেন, শিক্ষা একটি জাতির সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে সরকার কাজ করছে।
তিনি বলেন, অঙ্কভীতি নয়, বিজ্ঞান হোক ভবিষ্যতের পরিচয়, প্রাথমিক থেকেই স্টেম ভিত্তিক ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষা চালু করে বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন ববি হাজ্জাজ।
গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে ব্র্যাক এবং লেগো ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের

৭ এর পাতায় দেখুন

কাপ্তাই লেকের পানি বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ২শ' মেগাওয়াট

নিজস্ব প্রতিবেদক

> গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে জেলার কাপ্তাই লেকের পানি বৃদ্ধিতে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৫টি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২শ' মেগাওয়াট।

গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে জেলার কাপ্তাই লেকের পানি বৃদ্ধিতে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৫টি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২শ' মেগাওয়াট।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল সোমবার বেলা ১১ টায় কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান বাসস'কে বলেন, গতকাল রোববার পর্যন্ত লেকের পানি ১শ' ফুট মিন সি লেভেল এর নীচে থাকলেও গতকাল সোমবার সকাল হতে লেকের পানি ১শ' ফুট মিন সি লেভেল অতিক্রম করেছে। সেই সাথে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৫টি ইউনিট হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২শ' মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে।
তিনি জানান, গতকাল সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত কাপ্তাই লেকে পানির লেভেল ছিল ১০০.৬০ ফুট মিন সি লেভেল। যেখানে গতকাল রোববার রাত পর্যন্ত পানির লেভেল ছিল ৯৯.১৫ ফুট মিন সি লেভেল।
তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের ৫টি ইউনিট হতে গতকাল সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ২শ' ৬ মেগাওয়াট। যা চলতি বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন। এদিকে,

৭ এর পাতায় দেখুন

মন্দা কাটিয়ে আশার সঞ্চার

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘ মন্দা ও অস্থিরতা কাটিয়ে দেশের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। শেয়ারবাজারে দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। লেনদেনের পাশাপাশি সূচক, মূলধন ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য বেড়েছে। দুই মাসেরও কম সময়ে অর্ধশতাধিক কোম্পানির শেয়ারদর গত এক বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেছে। প্রায় দেড়শ শেয়ারের দর গত এক বছরের সর্বনিম্ন দরের তুলনায় দ্বিগুণ থেকে আটগুণ হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিএনপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার শেয়ারবাজারে গুরুত্ব দিয়েছে। সদ্য পাস হওয়া বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপর আস্থাহীনতা ছিল। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির শীর্ষ নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। করপোরেট ব্যক্তিত্ব মাসুদ খানকে নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি বিএসইসির চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দিয়েই তার অবস্থান পরিষ্কার করেন। মাসুদ খান কীভাবে দেশের শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে নতুন করে শেয়ারবাজারকে পুঁজি সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবে গড়তে চান, সে বিষয়ে এক গুচ্ছ লিখিত কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন।
দেশের পুঁজিবাজারকে একটি স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ-নির্ভর বাজারে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, তার লক্ষ্য বর্তমানের 'ফ্রন্টিয়ার মার্কেট' থেকে বাংলাদেশকে একটি 'এমার্জিং মার্কেট'-এ উন্নীত করা। তিনি বাজারের হারানো আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিয়ন্ত্রণ এবং যেখানে সম্ভব সেখানে সরলীকরণ নীতি অনুসরণের ঘোষণা

দেন। তিনি বলেন, বহুজাতিক কোম্পানি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও বড় স্থানীয় করপোরেটগুলোকে বাজারে আনতে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। মূলধনের আকার বা ব্যবসা বা ঋণের আকার নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিক্রম করা, পাবলিক ইন্টারেস্ট কোম্পানিগুলোকে বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্ত করার নীতি গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জোর করে নয়, তাদের শেয়ারবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এজন্য তালিকাভুক্ত কোম্পানি সুবিধা কর্মসূচি চালু করা হবে।
অন্যদিকে যার যার দায়িত্ব তাকেই পালন এবং জবাবদিহি করার কথা জানান বিএসইসি চেয়ারম্যান মাসুদ খান। স্টক এক্সচেঞ্জকে বাজার মনিটরিং এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি তদারকিতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, আইনি সীমার মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে কমিশন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। প্রয়োজনে স্টক এক্সচেঞ্জের ক্ষমতা বাড়ানো হবে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে স্টক এক্সচেঞ্জ যথেষ্ট পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নিতে পারছে না মনে হলে বা এক্সচেঞ্জের আইনি এখতিয়ার না থাকলে কমিশন নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
জানা গেছে, এবারের বাজেটে পুঁজিবাজারবান্ধব বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, তার সরকার ব্যাংকনির্ভর অর্থায়ন থেকে বেরিয়ে বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাই। এ জন্য শেয়ারবাজারে বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।
শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির হোতাদের বিচার হবে : অন্যদিকে শেয়ারবাজার কারসাজিকারকদের বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। এ বিষয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সংসদে জানান, শেয়ার মার্কেটের ধারাবাহিক পতন ঘটিয়ে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে নিঃস্ব করার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুঁজিবাজারে যেসব অনিয়ম ও কারসাজি হয়েছে, বর্তমান সরকার তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত : বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, দীর্ঘ বছরের দুর্বল

৭ এর পাতায় দেখুন

জেলের জালে ধরা পড়ল বিরল প্রজাতির বিষাক্ত 'লায়নফিশ'

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে বিরল প্রজাতির এক জোড়া রঙিন লায়নফিশ। লাল-সাদা ডোরাকাটা দেহ পাখনার মতো বিস্তৃত ধারালো কাঁটা রয়েছে। স্থানীয়ভাবে একে রঙ্গিলা, সিংহ রঙ্গিলা বা বাঘা মাছও বলা হয়।
গভীর সমুদ্রে 'এফবি জাবের' ট্রলারের জেলেদের জালে অন্যান্য মাছের সাথে প্রায় ৮০০ গ্রাম ওজনের এই মাছ দু'টি ধরা পড়ে। গতকাল সোমবার সকালের দিকে মৎস্যবন্দর মহিপুরে নিয়ে আসে ছগির আকন নামের স্থানীয় এক ব্যবসায়ী আকর্ষণীয় মাছ দুটিকে সংরক্ষণে রাখেন। এদিকে মাছ দু'টি বন্দরে আনার পরপর দেখতে ভিড় জমায় উৎসুক মানুষ। এসময় অনেকেই মাছ দু'টির ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ারও করেন।
ব্যবসায়ী ছগির আকন জানান, মাছ দুটি দেখতে সুন্দর, তাই সংরক্ষণ করে রেখেছি। তবে এসব মাছ খাওয়ার উপযোগী কিনা তা বলতে পারছি না। এর আগেও মৎস্যবন্দর মহিপুরে এমন একটি মাছ নিয়ে এসেছিল জেলেরা।
এফবি জাবের ট্রলারের মাঝি আসাদ জানান, গত শনিবার গভীর সমুদ্রে তাদের জালে অন্যান্য মাছের সাথে এই মাছ দু'টি উঠে আসে। প্রথমে চিনতে না পারলেও পরে জানতে পারলাম এগুলো বিষাক্ত।
ব্লু অ্যাকশন ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত ডাব্লিউসিএস ওয়ার্ল্ডফিশের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত

'সুস্থ সাগর প্রকল্পে'র গবেষণা সহকারি মো. বক্তিয়ার রহমান বলেন, লায়নফিশ দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও এটি বিষাক্ত মাছ। এর পাখার কাঁটার বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র ব্যথা, ফোলা এবং কখনো শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। তাই খালি হাতে এই মাছ ধরা বা স্পর্শ করা ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, লায়নফিশ সাধারণত ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের উষ্ণ উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা ছোট মাছ ও চিংড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, লায়নফিশের পাখার কাঁটায় বিষ থাকে। তাই এ ধরনের মাছ খালি হাতে ধরার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বাংলাদেশ হবে বিশ্বমঞ্চে 'ডিস্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ সোসাইটি'র রোল মডেল : স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত বলেছেন, সব মন্ত্রণালয় এক হয়ে কাজ করলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে 'ডিস্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ সোসাইটি'র অনন্য রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।
গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে 'শিশুস্বর্গ মডেল' বাস্তবায়ন শীর্ষক পাইলট প্রজেক্ট প্রণয়নে অংশীজনদের পরামর্শ সভায় তিনি এ কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. ফোয়ারা তাসমীম, অধ্যাপক ডা. জাহিদ রায়হান, পরিচালক অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ রুমী প্রমুখ

৭ এর পাতায় দেখুন

এবার আখাউড়ার সীমান্তবর্তী নিম্নাঞ্চলে বন্যার শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক

টানা বর্ষণ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আখাউড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আকস্মিক এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপজেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।
সোমবার ভোর থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পানি দ্রুত বাড়তে শুরু করে। মোগড়া, মনিয়ন্দ, দক্ষিণ ও ধরখার ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে। সীমান্তবর্তী অনেক বাড়িঘর ইতোমধ্যে পানিতে তলিয়ে গেছে।
পাহাড়ি ঢলের পানিতে আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ও কাস্টমস হাউস এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলেও দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে

৭ এর পাতায় দেখুন

জায়গা সংকটে স্থবির বাণিজ্য

নিউজ ডেস্ক

মাত্র ১৯ একরে দাঁড়িয়ে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর। জায়গা সংকটের কারণে বিলম্ব হচ্ছে পণ্য খালাস। বিলম্বের কারণে আমদানি করা পণ্য রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছানো যাচ্ছে না। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে না পেরে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন ব্যবসায়ীরা।
ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সীমিত জায়গার কারণে বন্দরে ট্রাক প্রবেশ, অবস্থান, পণ্য খালাস ও ছাড়করণ প্রতিটি ধাপেই নানামুখী ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।
বন্দর সূত্র জানায়, গত তিন বছর ধরে এই বন্দরে ফল আমদানি বন্ধ রয়েছে। জায়গা সংকট নিরসনে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে অতিরিক্ত প্রায় ২২ একর জমি অধিগ্রহণের আবেদন করলেও তা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। এখনো এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত বা চিঠি পাওয়া যায়নি। স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাড়ছে না বাণিজ্যের পরিধি। কাজ না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শ্রমিকরাও।
সম্প্রতি সোনামসজিদ স্থলবন্দরে গিয়ে দেখা যায়, দীর্ঘদিনের জায়গা সংকটের কারণে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বন্দরের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় পানামা পোর্টে পাথরবোঝাই ট্রাকের লোড-আনলোড কার্যক্রম ঠিকমতো পরিচালনা করা যাচ্ছে না। ফলে ভারত থেকে আমদানি হওয়া বেশিরভাগ পাথরবোঝাই ট্রাক বন্দরের নির্ধারিত ইয়ার্ডে প্রবেশ করতে না পেরে কানসাট-সোনামসজিদ সড়কের পাশের বিভিন্ন আমবাগান ও খোলা

ঝুঁলে আছে জমি অধিগ্রহণ

জায়গায় পণ্য খালাস করছে। এ কারণে সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকায় প্রায়ই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে শুধু পণ্যবাহী যানবাহনই নয়, সাধারণ যাত্রীবাহী যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদেরও প্রতিদিন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বন্দরের ভেতরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় ট্রাকগুলোকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতে পণ্য খালাসে বিলম্ব হচ্ছে, পরিবহন ব্যয় বাড়ছে। নির্ধারিত সময়ে পণ্য গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমদানিকারকদের একদিকে যেমন অতিরিক্ত খরচ গুনতে হচ্ছে, অন্যদিকে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে না পেরে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা।
স্থলবন্দরের শ্রমিক আব্দুর রহিম বলেন, ?'আগে বন্দরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে প্রতিদিন ৮০০ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারতাম। তখন বন্দরে প্রচুর ট্রাক আসত, কাজেরও কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম কমে যাওয়ায় কাজও অনেক কমে গেছে। এখন সারাদিন অপেক্ষা করেও ১৫০ থেকে ২০০ টাকার বেশি আয় হয় না। এতে পরিবার চালানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে।'
শুধু আব্দুর রহিম নন, একই অবস্থা বন্দরের শত শত শ্রমিকের। সূত্র বলছে, একসময় সোনামসজিদ স্থলবন্দরে নিয়মিত ১৫০০-১৬০০ শ্রমিক কাজ করলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫০০-৬০০ জনে। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম কমে যাওয়া, জায়গার সংকট এবং বন্দরের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কাজের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে অনেক শ্রমিক কাজের অভাবে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যারা এখনো বন্দরে আছেন তারাও ঠিকমতো কাজ পান না।
জে এইচ ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী সাঈদী ইসলাম বলেন, 'সোনামসজিদ স্থলবন্দরের

৭ এর পাতায় দেখুন

ইউসিবি থেকে টাকা আত্মসাৎ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদ ও তার স্ত্রীসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবিএল) থেকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে আরও চারজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন আদালত। এ নিয়ে এই মামলায় মোট ৩১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হল।
সোমবার (১৩ জুলাই) চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মিজানুর রহমানের আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।
এ বিষয়ে দুদকের

৭ এর পাতায় দেখুন

কক্সবাজারে বন্যা ও পাহাড়ধসে প্রাণহানি বেড়ে ৩১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

টানা ভারী বর্ষণে সৃষ্ট বন্যা ও পাহাড়ধসে কক্সবাজারে প্রাণহানি বেড়ে ৩১ জনে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমে পানি নামতে শুরু করলেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ এখনো কাটেনি। দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে সুপেয় পানি ও খাবারের সংকট।

> রামু উপজেলার বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়ে নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। মৃত নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ মৃত সুধীর চন্দ্র দাশের ছেলে।

গত রোববার রাত ৮টার দিকে রামু উপজেলার বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়ে নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। মৃত নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ মৃত সুধীর চন্দ্র দাশের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, কচ্ছপিয়ার ফকিরকাটা স্টার পার্ক কমিউনিটি সেন্টারের সামনে সড়ক পার হয়ে বাড়ি ফেরার সময় বন্যার পানির স্রোতে ভেসে যান নিরঞ্জন চন্দ্র দাশ। প্রায় ১ ঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। রামু থানার গর্জনিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোহাম্মদ আনিছুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একই দিন সন্ধ্যায় প্রায় ২৩ ঘণ্টা পর চকরিয়ার কৈয়ারবিল এলাকায় বন্যার পানিতে ভেসে নিখোঁজ সজিব দাসের (১৩) মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। মৃত সজিব কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল এলাকার তুফান দাসের ছেলে। কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সদস্য আক্তার আহমেদ বলেন, সজিব কৈয়ারবিলে নানি রুপী দাসের সঙ্গে থাকতেন। গত শনিবার বন্ধুদের সঙ্গে বের হয়ে নদীর স্রোতে ভেসে নিখোঁজ হয়েছিল সজিব। চকরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুপায়ন দেব বলেন, ২৩ ঘণ্টা পর সজিবের মরদেহ উদ্ধার করা হলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর আগে গত শনিবার কক্সবাজার পৌর এলাকায় পাহাড়ধসে এক গৃহবধূ এবং পেকুয়া ও চকরিয়ায় বন্যার পানিতে ভেসে আরও দুজনের মৃত্যু হয়। সবমিলিয়ে গত ৮ দিনে জেলার ১টি পৌরসভা ও ৬ উপজেলায় ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। যাদের মধ্যে আছেন উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত ১৫ রোহিঙ্গাও। এদিকে বন্যার পানি নামতে শুরু করায় বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানি সরে গেলেও কাদামাটি পরিষ্কার করতে হিমশিম খাচ্ছেন বাসিন্দারা। সবচেয়ে

৭ এর পাতায় দেখুন

বন্যার পানি নেমে গেলেও কাটেনি দুর্ভোগ। নদীতীরের বিধ্বস্ত বসতঘর থেকে কাদা ও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নতুন করে জীবন গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। ছবিটি উজানীপাড়া, বান্দরবান এলাকা থেকে তোলা।

রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাগুলোর কার্যপরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের 'রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়েছে।
এ কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত রোববার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক) মো. হুমায়ুন কবির।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন। সদস্য হিসেবে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপদেষ্টা।
কমিটির 'প্রধান সমন্বয়ক' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সশস্ত্র

৭ এর পাতায় দেখুন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক- **আশিকুর রহমান, শাহিদুর রহমান শাহিদ** কর্তৃক এএইচ টাওয়ার (৭ম তলা), প্লট- ৫৬, রোড- ২, সেক্টর- ৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ থেকে প্রকাশিত এবং ১৯৪/৫ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০, শামীম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত।
বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়- ৬৭/১ নয়াপল্টন, চায়না টাউন, ঢাকা- ১০০০। ফোন- ০১৯২৪৯৩১৮৩০, ০১৮৬৯১১০৩৭২, বিজ্ঞাপন- ০১৭০৫৩১১১২২। ইমেল- noboprokash138@gmail.com

আমাদের মানুষ্যত্ব-সহমর্মিতা যেন হেরে না যায় : জয়া

বিনোদন ডেস্ক

দেশজুড়ে চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। সোমবার সামাজিকমাধ্যমে দেওয়া আবেগঘন পোস্টে তিনি বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বন্যা-পরবর্তী স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেন।
জয়া লেখেন, 'গত কয়েকটা দিন ধরে চারদিকের জলমগ্ন ছবিগুলো, মানুষের হাহাকার আর অসহায়ত্ব দেখে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না। বুকটা ভারী হয়ে আসছে। আমাদের দেশটা আজ কী ভীষণ এক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জলমগ্ন প্রতিটি মুখ, আশ্রয়হীন প্রতিটি পরিবার আর অবোধ শিশুদের জলছল চোখগুলো সারাক্ষণ চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু মানুষের এই লড়াইটা শুধু পানি কমার নয়। আসল যুদ্ধটা হয়তো শুরু হবে পানি নেমে যাওয়ার পর।'
তিনি বলেন, বন্যার পানি কমে গেলেও সামনে দেখা দিতে পারে নানা ধরনের পানিবাহিত রোগ। তাই এখন থেকেই সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই।
পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'পানি কমলেই ধেয়ে আসবে নানা রকম পানিবাহিত রোগব্যাধি। এই সময়ে আমাদের একটুখানি অসচেতনতা কিন্তু আরও বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই দয়া করে এখন থেকেই সবাই সর্বোচ্চ সতর্ক হোন। নিরাপদ পানি ও শুকনো খাবারের পাশাপাশি আমাদের একটু বাড়তি নজর দিতে হবে আমাদের চারপাশের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষগুলোর প্রতি। আমাদের ঘরের এবং আশপাশের বৃদ্ধ মানুষগুলো, গর্ভবতী মায়েরা আর কোমলমতি শিশুরা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি অসহায়। নোংরা পানি আর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে ওঁদের একটু আগলে রাখুন। ওঁদের মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থ্যের খোঁজ নিন।'
মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত প্রাণীদের প্রতিও সহমর্মিতা দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন জয়া। তিনি লেখেন, 'আমাদের আশপাশের অবলা গৃহপালিত প্রাণীগুলোর কথা ভুলবেন না। বিপদের দিনে ওরা তো মুখে কষ্টের কথা বলতে পারে না। আপনার সাধ্যমতো ওদের একটু নিরাপদ শুকনো জায়গা দিন, একটুখানি খাবার দিন। ওরাও তো আমাদের এই প্রকৃতিরই অংশ, আমাদের পরিবারের মতোই।'
পোস্টের শেষাংশে জয়া আহসান লিখেছেন, 'দুর্যোগ হয়তো আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে, কিন্তু আমাদের ভেতরের মানুষত্ব আর সহমর্মিতা যেন হেরে না যায়। আমরা যদি নিজের জায়গা থেকে সচেতন হই, একে অপরের হাতটা শক্ত করে ধরি, এই কঠিন সময় ঠিকই কেটে যাবে।'

নওয়াপাড়া নদীবন্দর আধুনিকায়নে প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে : নৌমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার 'নওয়াপাড়া নদীবন্দর" সচলতা রক্ষা ও ভৈরব নদের নাব্যতা সংকট স্থায়ীভাবে দূর করতে আধুনিক প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা করছে সরকার। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
সোমবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যশোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. গোলাম রসুলের এক প্রশ্নের জবাবে নৌ-পরিবহন মন্ত্রী এ তথ্য জানান। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
নৌমন্ত্রী জানান, খুলনা-নওয়াপাড়া নৌপথের ভৈরব নদীতে ইতিমধ্যে সংরক্ষণ ড্রেজিং সম্পন্ন করে মূল চ্যানেল হতে পলি অপসারণ করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ওই রুটে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে নৌযান চলাচল করছে। পাশাপাশি নওয়াপাড়া নদীবন্দর এলাকার বিভিন্ন ঘাটের নাব্যতা সংকট চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
মন্ত্রী আরও বলেন, অভয়নগর (নওয়াপাড়া) নদীবন্দর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এই বন্দরের সচলতা বজায় রাখতে বিআইডব্লিউটিএ রাজস্ব বাজেটের আওতায় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করে যাচ্ছে।
ভৈরব নদের নাব্যতা সংকট স্থায়ীভাবে সমাধান, জরুরি ক্যাপিটাল ড্রেজিং, আধুনিক জেটি নির্মাণ এবং লেবার শেড নির্মাণের মাধ্যমে বন্দরটিকে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক নদীবন্দরে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এ লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে নৌপথ আধুনিকায়ন ও নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিত করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের

দায়িত্ব পালনরত সেনাসদস্যদের কাছে গিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নেন এবং নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে উৎসাহ প্রদান করেন।
সেনাসদস্যদের শৃঙ্খলা, দক্ষতা, আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেশের মানুষের মনে তাদের প্রতি বিশেষ মর্যাদা তৈরি করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই আস্থা ও মর্যাদা ধরে রাখতে পেশাদার প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ প্রস্তুতি বজায় রাখতে হবে।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি এক সেনা পরিবারে বড় হয়েছি। তাই সেনাসদস্যদের কাছে এলে আমার ভীষণ ভালো লাগে। শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আগামী দিনে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে আরও সুনাম, মর্যাদা ও পেশাগত স্বীকৃতি অর্জন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।
তিনি বলেন, 'সেনাবাহিনীর সক্ষমতা, আধুনিকায়ন এবং সুনাম বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।'
এ সময় প্রধানমন্ত্রী পায়ে হেঁটে বিস্তীর্ণ জঙ্গলজুড়ে সেনাসদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন।
মহড়া চলাকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুর্গম ও ঘন জঙ্গলের ভেতরে সেনাসদস্যদের অবস্থান গ্রহণ, চলাচল এবং বাস্তব যুদ্ধ পরিস্থিতির উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা তাঁকে মহড়ার বিভিন্ন দিক এবং সেনাসদস্যদের কৌশলগত প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন।
প্রধানমন্ত্রী এ সময় শত্রুপক্ষের ড্রোন শনাক্ত ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত অ্যান্টি-ড্রোন মাল্টি-ব্যারেল সিস্টেমের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তারা তাঁকে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেন।
একপর্যায়ে তিনি সেনাসদস্যদের সঙ্গে মাটিতে বসে কিছু সময় কাটান। তিনি তাঁদের প্রশিক্ষণ, দায়িত্ব ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন। মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত করা খাবারও গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।
কৌটার মধ্যে মোম জ্বালিয়ে তৈরি আগুনে রান্না করা সাদা ভাত, ডাল, আলুভর্তা, চিংড়ি মাছ ও ডিমের তরকারি পরিবেশন করা হয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিক এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

আসুন মিলেমিশে দেশের

একটা খাল। এই খালটার যত্ন করাও কিন্তু শুধু সিটি কর্পোরেশনের একার দায়িত্ব না। এই খালটা যত্ন করা খালের দু'পাশে যে সকল মানুষ আছেন, তাদের সকলেরও এই খালটার যত্ন করতে হবে।'
তিনি বলেন, 'এই খালের পানির মধ্যে অনেক সময় অনেক প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিনের কাগজ, টিস্যু পেপারসহ আরো বিভিন্ন জিনিস ভাসতে থাকে। অর্থাৎ আমরা যারা এখানে পার্কে আসি, হয়তো পানি খেলাম আর বোতলটা ফেলে দিলাম খালের মধ্যে। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সকলের কাছে, আপনারা যখনই যার সাথে দেখা হবে দয়া করে প্রত্যেককে বলবেন যে, খালের মধ্যে আমরা এগুলো ফেলবো না।'
খালের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে একটা ময়লা ফেলার বিন লাগানো আছে। সবাইকে আপনারা দয়া করে মাইকও প্রচার করবেন, যারা এই খালের পাশে বসবেন, বিকেল বেলায় অনেকে বেড়াতে আসেন তারা যেন বিনের মধ্যে ময়লা ফেলেন। খাল পরিষ্কার রাখতে হবে।'
তিনি বলেন, 'দেখুন, খালের অপরপাড়ে একটা পাইপ লাগানো হয়েছে, এটা কীসের পাইপ? যা খালের সাথে এসে যুক্ত হয়েছে। বাসা-বাড়ির ময়লার পানিসহ বিভিন্ন পানি। সিটি কর্পোরেশনের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা বাসা-বাড়ির পানির ড্রেনেজ সিস্টেম করুন। কিন্তু পানি যা সুয়ারেজ লাইনের কানেকশনগুলো খালের মধ্যে না রাখাই ভালো। এগুলো খালকে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়, পানি দূষিত হয়ে যায়। তাই কাজেই আমাদের নিজেদের পরিবেশ আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যদি আমাদের নিজের ঘর নিজেরা গুছিয়ে না রাখি, তাহলে ঘরটা যেমন ময়লা হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে আমরা যদি আমাদের এলাকা, আমাদের এরিয়া, আমাদের পাড়া, আমাদের দেশ যদি আমরা নিজেরা পরিষ্কার না রাখি, নিজেরা যদি পরিবেশের খেয়াল না রাখি, তাহলে ভুক্তভোগী আমরাই হবো। অন্য দেশের সুন্দর সুন্দর জায়গা নিয়ে আমরা আফসোস করব, কিন্তু নিজের দেশের জায়গা আমরা সুন্দর না করে দিব।'
পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, নৌ প্রতিমন্ত্রী রাজীব আহসান, বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মজিবুর রহমান সারোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরিনসহ নেতৃবৃন্দরা খালের দুই পাড়ে একটি করে গাছ রোপণ করেন।
এসময় নেতাকর্মীরা স্লোগান ধরেন, 'প্রধানমন্ত্রীর আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম, এক জিয়া লোকান্তরে, লক্ষ জিয়া ঘরে ঘরে, জিয়ার সৈনিক এক হও, এক হও।'
প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষরোপণের এই কর্মসূচি শেষ করে সার্কিট হাউসে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ ও জোহরের নামাজ আদায় করেন। বরিশাল সফরের প্রধানমন্ত্রীর শেষ কর্মসূচি শিল্পকলা একাডেমিতে দলীয় নেতাদের সাথে মতবিনিময়।

জনগণ পাশে থাকলে দেশ

কার্ড পেয়েছেন? এই কার্ড নিয়ে কী কী উপকার পেয়েছেন?'
এ সময় পারুল আখতার নামে এক নারী মঞ্চে গিয়ে বলেন, 'এই কার্ড পেয়ে অনেক উপকার পেয়েছি। আমার সংসারের অভাব দূর হয়েছে। আমি আশা করি, আগামীতেও প্রধানমন্ত্রী আমাদের এরকম সহযোগিতা করে যাবেন। বিপদে-আপদে সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে ৬০০-এর মতো পরিবার ফ্যামিলি কার্ড পেয়েছে। আমি জানি, আরও অনেক পরিবার আছে, যারা এখনও কার্ড পায়নি। তবে আগামীতে তারাও পাবে। সারাদেশের প্রায় ৪ কোটি পরিবারের নারী প্রধানের হাতে ধীরে ধীরে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। আগামী পাঁচ বছরে সকল পরিবারের কাছে কার্ড পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব।'
তিনি আরও বলেন, 'মা-বোনদের কাছে শুনলাম, ফ্যামিলি কার্ড পাওয়ার পরে সংসারের কাজগুলো গুছানোর জন্য একটু হলেও তাদের সুবিধা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্যই হলো, আমাদের মায়েরা যাতে ভালো থাকতে পারেন, দেশের মানুষ যাতে একটু হলেও ভালো থাকতে পারেন।'
তারেক রহমান বলেন, 'দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দেশের প্রত্যেক মা ও প্রত্যেক নারীর হাতে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে সকলের সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা বর্তমান সরকারের প্রয়োজন।'
বিএনপি সরকারকে পাশে থাকতে দেশের নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা সকলে যদি সরকারকে সহযোগিতা করে পাশে থাকেন, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে সারাদেশেই ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে পারব।'
তিনি আরও বলেন, 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে আমরা সমাজে বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হব। ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে আমাদের নারীরা। একই সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবেও তারা শক্তিশালী হবে।'
দেশের সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে ভালো থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দেশের সকল নাগরিক এবং সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে শান্তিতে চলতে চাই। আমরা ধৈর্যশীল হলে এই বাংলাদেশকে আমাদের প্রত্যাশিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান যে ধর্মের অনুসারীই হই, আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য সকল ধর্মের মানুষ মিলে শান্তিতে বসবাস করার। কাজেই বর্তমান ও ভবিষ্যতেও ধর্মীয় ভেদাভেদ না করেই চলতে চাই। সবাইকে মানবিকতার ভিত্তিতে বিচার করে এই দেশকে পুনর্গঠন করতে চাই আমরা।'
সবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা একটি কথা বলে থাকি, "করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ"। এবার আরেকটি কথা বলতে চাই, 'করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ"। আগামী দিনে সবাই যাতে একটু ভালো থাকতে পারি, সবাই যাতে একটু ভালোভাবে চলতে পারি সেটিই হচ্ছে বর্তমান সরকারের রাজনীতি এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।'
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনসহ স্থানীয় নেতারা।
এরপর প্রধানমন্ত্রী গৌরনদী থেকে বরিশালের উদ্দেশে রওনা হন। তিনি সেখানে ত্রিশ গোডাউনের বধ্যভূমি-সংলগ্ন সাগরদী খালপাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন।

সরকারের আর্থিক সংস্কার

আগামী দিনের নতুন কর্মসূচির ভিত্তি ও সিকোয়েন্সিং নিয়ে এবং নীতিমালার সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।
গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয় আইএমএফের বাংলাদেশ ও হংকং বিষয়ক মিশন প্রধান ইভো ক্রজনার এর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।
অর্থমন্ত্রী বলেন, আইএমএফ-এর সঙ্গে নতুন কর্মসূচি কোন ভিত্তির ওপর পরিচালিত হবে, তা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত ভিত্তিসমূহের ওপর তারা সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেছেন। সংস্কার কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ধাপে ধাপে পরিবর্তনগুলো আনা হবে। রাতারাতি কোনো বড় পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং আইএমএফ এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছে।
আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোন সংস্কার কখন করা প্রয়োজন, সেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। আইএমএফ এই সিকোয়েন্সিং নীতিতে সায় দিয়েছে। এছাড়া একটি রাজনৈতিক সরকারের জনকল্যাণমূলক দায়বদ্ধতা এবং রেসপন্সিবিলিটিকে আইএমএফ বিশেষভাবে সম্মান জানিয়েছে। দেশের মানুষের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হবে।
মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের চার মাসের মেয়াদে আর্থিক খাতের সংস্কার, শেয়ার বাজার ও ক্যাপিটাল মার্কেটের উন্নয়ন এবং রাজস্ব আদায়ে দৃশ্যমান অগ্রগতিতে আইএমএফ প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করেছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাত্র চার মাসে ট্যাক্স আদায়কে একটি বড় অর্জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ইতিবাচক ধারা বজায় রেখে ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত আরও বাড়াতে সরকারের প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।
ভর্তুকি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেন যে, এখনই সুনির্দিষ্ট ডিটেইলস বা শর্ত নিয়ে আলোচনা হয়নি। মূলত নতুন কর্মসূচির মূল ভিত্তি তৈরি নিয়ে কথা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনার টেবিলে সকল বিষয়গুলো আসবে।
অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আরও জানান, এই আলোচনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বার্ষিক সভায় এ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা হবে। বর্তমান সরকারের সংস্কারমুখী পারফরম্যান্সে আইএমএফ সন্তুষ্ট এবং এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আগামী দিনের নতুন প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করা হবে।

১৭ বছরে ঢাকায়

পারে।
আজ মঙ্গলবার রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক স্থানে এবং দেশের অন্যান্য বিভাগের কিছু কিছু স্থানে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
১৫ ও ১৬ জুলাই খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে এবং দেশের অন্যান্য বিভাগের কিছু কিছু স্থানে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে এসব বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এ সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিদেশে বসে বক্তব্য দিয়ে

ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে তাকে কারাগারে যেতে হবে এবং পরবর্তী সব কার্যক্রম আইনি প্রক্রিয়াতেই সম্পন্ন হবে।
তিনি বলেন, কোনো আসামি বিদেশে অবস্থান করে বক্তব্য দিলে সেটিকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার মতে, এসব বক্তব্যের উদ্দেশ্য হতে পারে আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় বা উৎসাহিত করা।
প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা বা আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। যেকোনো দেশের সঙ্গে বিদ্যমান কূটনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
শেখ হাসিনা কোথায় আত্মসমর্পণ করবেন- এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়েদ বলেন, এটি সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তিনি বাংলাদেশে এসে কিংবা বিদেশে বাংলাদেশের কোনো মিশনে আত্মসমর্পণ করলেও আইনি প্রক্রিয়ায় কোনো পার্থক্য হবে না। আত্মসমর্পণের পর তাকে সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে আইন অনুযায়ী পরবর্তী প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে।
তিনি আরও বলেন, একজন আসামির বক্তব্যকে সরকার আমলে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে নতুন করে কোনো প্রক্রিয়া শুরু করার প্রয়োজন নেই।
ভারতে অবস্থানকালে শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাবে কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত কূটনৈতিক যোগাযোগ ও আলোচনা হয়। এসব আলোচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়টি উঠে আসে। তবে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি দেশের বাইরে থাকলেও তার বিচার ও আইনি প্রক্রিয়ায় কোনো পরিবর্তন হবে না।

নবম ওআইসি মিনিস্ট্রিয়াল

হোসেন খানও এ সম্মেলনে যোগদান করেন।
এ সম্মেলনে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসি'র সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নিয়েছেন।
সম্মেলনের সাইডলাইনে গতকাল সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন ইরানের নারী ও পরিবার বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট যাহ্রা বেহেরোজ আযার এর সাথে বৈঠক করেন।
এতে আরও উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান এবং ইরানের ডেপুটি হেড অব মিশন নাবি ওল্লাহ সিরাজি।
বৈঠকে অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক সমাজ গঠনে ইসলামিক উম্মাহ'র পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় মন্ত্রী বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। নারীদের উন্নয়নে সাম্প্রতিক চালুকৃত ফ্যামিলি কার্ডের বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু এবং সামাজিক উন্নয়নে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।
ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার জানাজায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
তিনি নারীর উন্নয়নে বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন এবং নারীর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইরানের নারীদের অগ্রগতির বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি নারীর উন্নয়নে মুসলিম উম্মাহ'র একসাথে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং মন্ত্রীকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

নারীর মরদেহের পোস্টমর্টেমে

ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে নারীর মরদেহের ময়নাতদন্তে নারী ডোম নিয়োগ প্রয়োজন। এতে মৃত নারীর পরিবারের মানসিক স্বস্তি বাড়বে এবং মরদেহের মর্যাদা রক্ষাও নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে বিভিন্ন পেশায় নারীদের অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় ময়নাতদন্ত কার্যক্রমেও নারী ডোম নিয়োগ সময়োপযোগী পদক্ষেপ হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
রিটে আরও বলা হয়, অতীতে দেশের বিভিন্ন মর্গে নারীর মরদেহের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিকৃত যৌনাচারের অভিযোগ উঠে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে ২০২৫ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ২০২০ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে দায়িত্বরত ডোমদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিদেশেও একই ধরনের ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করা হয়।
এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের সব পোস্টমর্টেম-সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালে নারী ডোম নিয়োগ এবং নারীর মরদেহের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে এ রিট আবেদন করা হয়েছে।

বারবার ডুবছে

এলাকা নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। এখানে ৭৫টি ওয়ার্ডে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস। অথচ ওয়ার্ডগুলোর পানি নিষ্কাশনে মাত্র চারটি আউটলেট আছে। এর মধ্যে মালিবাগ, শান্তিনগর, পল্টন ও মতিঝিল এলাকার পানি টিটিপাড়া পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। ধোলাইখাল-সূত্রাপুর হয়ে বুড়িগঙ্গায় যায় পুরান ঢাকা, আজিমপুর, গুলিস্তান ও হাজারীবাগ এলাকার পানি। গ্রিন রোড, তল্লাবাগ ও পান্থপথ এলাকার পানি হাতিরঝিল হয়ে রামপুরা পাম্প স্টেশনে যায়।
এছাড়া যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর, জুরাইন ও ডিএনডি এলাকার কিছু অংশের পানি শিমরাইল পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা নদীতে নিষ্কাশন করা হয়। ফলে ঢাকায় টানা এক ঘণ্টা বৃষ্টি হলে ওই পানি একসঙ্গে মাত্র চারটি আউটলেট দিয়ে নিষ্কাশন সম্ভব নয়।
ঢাকার বৃষ্টিপাতের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৯৫৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নগরীর বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২ হাজার ১৭ দশমিক ৭ মিলিমিটার। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত ও দৈনিক সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা সামান্য কমলেও বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত প্রকৃতি এবং তীব্র বৃষ্টিপাতের ঘটনা বেড়েছে। ঢাকায় একদিনে সর্বোচ্চ ৩৪১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় ২০০৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। একই সময়ে দুদিনে সর্বোচ্চ ৪৯৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, যা অস্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৫৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৪৭ বছরে মাত্র তিনবার একদিনে ২৫০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। অথচ ২০০১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মাত্র ২৪ বছরে একই মাত্রার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয় তিনবার।
১৯৮৮ সালে ওই জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকার ২৬টি খালের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসাকে দেয় সরকার। তারপরও নগরের খালগুলো ক্রমেই বেদখল হয়ে যায়। অনেক খাল ভরাট করে গড়ে ওঠে বহুতল ভবন। পরিস্থিতির বেগতিক দেখে ২০২১ সালের ওই খালগুলো সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করে ওয়াসা। কিন্তু এখন পর্যন্ত খালগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনি ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি। ফলে বৃষ্টি হলে শহরের পানি বের হওয়ার পথ খুঁজে পায় না।
জানতে চাইলে নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন, আগে ঢাকার ভেতর অসংখ্য জলাশয় ছিল। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে একে একে তা দখল, ভরাট হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টির পানি যাওয়ার জায়গা নেই। আবার গত ২০ বছরের মধ্যে ১৬ বছর ঢাকার খালগুলো ওয়াসার অধীনে ছিল; পরে চার বছর সিটি করপোরেশনের কাছে। তারা জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্লু নেটওয়ার্কটা তৈরি করেনি। ওপর থেকে রহমতের বৃষ্টি পড়বে। এটা গড়িয়ে গড়িয়ে খাল হয়ে নদীতে যাবে; এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পানি বের হওয়ার পথ খুঁজে পায় না। তাই জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে ব্লু নেটওয়ার্ক তৈরির বিকল্প নেই।
ডিএসসিসির জলাবদ্ধতার হটস্পট ও তা নিরসনে উদ্যোগ
ডিএসসিসিতে জলাবদ্ধতা নিরসনে অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে সংস্থাটির প্রকৌশল বিভাগ। সম্প্রতি তারা ডিএসসিসির জলাবদ্ধতাপ্রবণ ২৯টি গুরুত্বপূর্ণ হটস্পট চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ধানমন্ডি-২৭, গ্রিন রোড, নিউমার্কেট, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট, নায়েম রোড, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, পলাশী এস এম হলের সামনে, সাকুরা মার্কেট এলাকা, মোকাররম ভবনের সামনে, পশ্চিম মালিবাগ, খিলগাঁও ফ্লাইওভার থেকে মালিবাগ কমিউনিটি সেন্টার, মানিকনগর টিটিপাড়া পাম্পের সামনে, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা, কমলাপুর রেলস্টেশন, শাপলা চত্বর, নটর ডেম কলেজ এলাকা, পল্টন, দৈনিক বাংলা, ফকিরাপুল, চানমারির মোড়, শান্তিবাগ, আলমবাগ, পশ্চিম জুরাইন এবং সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সংলগ্ন সড়ক অন্যতম।
পুরানা পল্টনের বাসিন্দা আসাদ তালুকদার বলেন, গতকাল বৃষ্টিতে পল্টনের প্রায় সব সড়ক ডুবে যায়। পানির পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল, নৌকা চলবে। একটি দেশের রাজধানীর চিত্র এমন হতে পারে না। সরকারকে দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা নিতে হবে।
গত ৬ জুন রাজধানীর একটি হোটেলে ডিএসসিসির উদ্যোগে 'নাগরিক ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার হয়। সেমিনারের প্রথম সেশনের বিষয় ছিল 'ঢাকা দক্ষিণের জলাবদ্ধতা: বাস্তবতা ও করণীয়', যেখানে নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যার কারণ, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের উপায় নিয়ে। ওই সেমিনারের মূল প্রবন্ধে নগরে জলাবদ্ধতা নিরসনে ডিএসসিসি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলে জানায়।
কিন্তু এত সব উদ্যোগের পরও কেন বৃষ্টিতে ঢাকা ডুবে তা জানতে চাইলে ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন, 'বর্ষায় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা পারবো না। এখন যেটা হলো, বৃষ্টির পানির ব্যাপারে আমরা বহুবার বলছি, ঢাকা শহরে খাল-বিলগুলো নেই, বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই ওপেন নিষ্কাশনের পানি অপসারণে সময় লাগে।'
তিনি বলেন, 'এখন বৃষ্টির পানি যেসব স্থানে জমে, সেগুলো দ্রুত সময়ে অপসারণে আমরা চেষ্টা করছি। তবে আমাদের পানি নদীতে নামার পথ কম। সেগুলো আমি বাড়াতে চেষ্টা করছি। এটা আমি করপোরেশনে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বলেছি। এ বছর কতটা সুযোগ দিতে পারবো জানি না। তবে আগামী বছর হয়তো অনেকটা সুযোগ আসবে।'
ডিএনসিসিতে জলাবদ্ধতার স্থান পুনরাবৃত্তি
ডিএনসিসির বিভিন্ন এলাকায় প্রতি বছর জলাবদ্ধতার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এর মধ্যে মিরপুরের বিভিন্ন অংশ, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, কালশী, আগারগাঁও, মহাখালী, বনানী, বাড্ডা, ভাটারা, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, উত্তরা ও আবদুল্লাহপুরের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির সময় পানি জমে। নিচু এলাকা, অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ এবং খাল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় এসব স্থানে পানি দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়।
রোববারের বৃষ্টিতে ডিএনসিসির শতাধিক এলাকার সড়কে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। গতকাল সোমবার (১৩ জুলাই) বনানীসহ ডিএনসিসির বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা গেছে। কিন্তু ড্রেন ও ম্যানহোলের মুখ পরিষ্কার ছাড়া সিটি করপোরেশনের তেমন কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি।
ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমডোর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন-নালা পরিষ্কারসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে ডিএনসিসি।
জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি নিয়ে রোববার (১২ জুলাই) বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। ওই বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে ডিএনসিসি খাল পুনরুদ্ধার, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিয়মিত খাল ও নালা পরিষ্কার এবং আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশি হজযাত্রীদের

আরোপিত হজ ফ্লাইট-সংক্রান্ত কর ও চার্জ হ্রাস করা হলে তা বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি হজযাত্রীর জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারী হবে। এ বিষয়ে তিনি সৌদি রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন।
জবাবে সৌদি রাষ্ট্রদূত বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, বাংলাদেশের হজযাত্রীদের জন্য আবাসনের ক্যাটাগরি 'ডি' সুবিধা না থাকায় প্রতি যাত্রীর আবাসন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তিনি বাংলাদেশি হজযাত্রীদের স্বার্থে ক্যাটাগরি 'ডি' পুনর্বহালে সৌদি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।
সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সেবার মানোন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং হজের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে সৌদি সরকার আন্তরিক। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণে কাজ করবেন বলেও তিনি আশ্বাস দেন।
সাক্ষাৎ শেষে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি হজ ব্যবস্থাপনা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রাজশাহীর চিড়িয়াখানাকে

সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন। প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, একসময় রাজশাহীর মানুষের অন্যতম বিনোদনকেন্দ্র ছিল এই চিড়িয়াখানা। কিন্তু বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে এর ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হওয়ার পথে। এটিকে পুনরুদ্ধার করে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী নতুনভাবে সাজানো হবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড বিতরণ, খাল খনন, দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, কৃষি ঋণ মওকুফ, ইমামদের সম্মানী প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জনগণের সরকার স্বল্প সময়ে জনগণের কল্যাণে অনেক কাজ করছে। রাজশাহীতে আধুনিক মিট প্রসেসিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগের কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশন সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করেছে। নিরাপদভাবে মাংস সংরক্ষণ ও বাজারজাত নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে নগরীর পরিচ্ছন্নতা ও জলাবদ্ধতা নিরসনসহ নগর উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। রাজশাহীতেও ব্যাপক বৃক্ষরোপণসহ নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান, জাতীয় চিড়িয়াখানার পরিচালক ডা. মো. শাহিনুর আলম, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিমসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভেসে উঠছে ক্ষয়ক্ষতির

বিতরণ চললেও দুর্গম এলাকায় এখনো পর্যাপ্ত সহায়তা পৌঁছেনি। শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় ওষুধের সংকটে রয়েছেন অনেক পরিবার। বাঁশখালীর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন বলেন, উপজেলায় এখনো অন্তত ৬০ হাজার মানুষ পানিবন্দি। নতুন বৃষ্টিতে কয়েকটি এলাকায় পানির উচ্চতা এক থেকে দুই ইঞ্চি বেড়েছে। বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতো। তিনি জানান, অনেক মানুষ সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে না গিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে অবস্থান করছেন। প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পানি নামতে শুরু করায় কৃষি ও মৎস্য খাতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও সামনে এসেছে। জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক হিসাবে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রায় ১৪ হাজার ৩০০ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানির নিচে নষ্ট হয়েছে ধান, সবজি, পানের বরজসহ বিভিন্ন ফসল। এ ছাড়া প্রায় ১০ হাজার বাণিজ্যিক মাছের ঘের ও চিংড়ি খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হিসাবে, শুধু মৎস্য খাতেই প্রায় ৩৯ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কৃষক ও মৎস্যচাষিরা বলছেন, দীর্ঘদিনের পরিশ্রম মুহূর্তেই পানিতে ভেসে গেছে। বন্যা-পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে। বিভিন্ন এলাকায় নলকূপ এখনো পানির নিচে থাকায় বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়, জ্বরসহ জলবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম জানান, বন্যায় সাতকানিয়ার ২৪টি এবং বাঁশখালীর ১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাতকানিয়া, বাঁশখালী ও বোয়ালখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পানি উঠলেও বর্তমানে তা নেমে গেছে। তিনি বলেন, শনিবার পর্যন্ত বন্যা ও অতিবৃষ্টিজনিত ঘটনায় আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন ৯০ জন। তাদের মধ্যে ৭৫ জন সাপে কাটা রোগী। তবে এখন পর্যন্ত সাপে কাটা কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। দুর্গত এলাকায় মেডিকেল টিম পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ওআরএস, প্যারাসিটামলসহ প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে কাজ করছে। অতিবৃষ্টি, বন্যা এবং পাহাড় ও দেয়ালধসের ঘটনায় ৭ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম নগর ও জেলার সাতটি উপজেলায় ৬ শিশুসহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে বন্যার পানিতে ডুবে মারা গেছেন সাতজন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রামে ১৪২ দশমিক ৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস কর্মকর্তা ইসমাইল ভূঁইয়া জানান, সোমবার (গতকাল) বিকেল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে বৃষ্টির তীব্রতা কমে মাঝারি পর্যায়ে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভাগীয় প্রশাসনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলমান বন্যায় চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ লাখ ৬৬ হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত বিভাগজুড়ে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্গত মানুষের জন্য এক হাজার ৭০০টির বেশি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পানি নামতে শুরু করলেও সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পুনর্বাসন। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, নষ্ট ফসল, বিধ্বস্ত সড়ক, কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবার এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় দ্রুত ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ছাত্রশিবির থেকে বিদায়

নাম ঘোষণা করা হয়। গত ১ মে রাজধানীর কাকরাইলের ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) কাউন্সিল হলে আয়োজিত থানা ও বিভাগীয় দায়িত্বশীল সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছাত্রশিবিরের পদে থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনের সুযোগ নেই।
ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বর্তমান সেশনের ষান্মাসিকে সাদিক কায়েমসহ বেশ কয়েকজন সম্পাদকের সাংগঠনিক ছুটি হয়েছে। তারা হলেন- কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সম্পাদক মুতাসিম বিল্লাহ শাহেদী, কেন্দ্রীয় এইচআরডি সম্পাদক শরীফ মাহমুদ, কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক মুহিবুর রহমান মুহিব, কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক নুরুল হুদা, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক আরাফাত হোসেন মিলন, কেন্দ্রীয় বিতর্ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান আরমান এবং কেন্দ্রীয় দাওয়াহ সম্পাদক শাহীন আহমেদ।
সাদিক কায়েম বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তিনি মাঠপর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তার শিক্ষাজীবনের শুরু খাগড়াছড়িতে বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদরাসায়। সেখান থেকে ২০১৪ সালে সাদিক কায়েম দাখিল এবং পরবর্তীতে বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা থেকে ২০১৬ সালে আলিম পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি।

রাঙামাটিতে নামছে বন্যার পানি, খাদ্যসংকটের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাঙামাটিতে গত ৪৮ ঘণ্টায় আর তেমন ভারী বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ধীরে ধীরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। গতকাল সোমবার সকালে বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম এবং বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া বাজারের পানি নেমে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে বাঘাইছড়ির সঙ্গে খাগড়াছড়ির সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকায় পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে স্থানীয়দের মধ্যে খাদ্যসংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাঘাইছড়িতে অনেকেই বাড়ি ফিরতে শুরু করলেও জীবনযাত্রা এখনো স্বাভাবিক হয়নি। খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, শিশুখাদ্য ও গোখাদ্যের সংকটে দিন কাটছে বন্যাকবলিত মানুষের। অনেক স্থানে এখনো সরকারি ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পশ্চিম লাইল্যাঁঘোনা ইউনিয়নে এখনো দেড় শতাধিক পরিবার পানিবন্দি রয়েছে।
অন্যদিকে বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের পানি পুরোপুরি নেমে গেছে। ফলে সেখানে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে ক্ষতিগ্রস্তরা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। পানি কমে আসায় অনেকে সড়ক ও বাসাবাড়ির কাদামাটি পরিষ্কার করছেন। ফারুয়া বাজারের দোকানপাটেও কাদামাটির স্তূপ জমে আছে। এসব কাদামাটি সরাতে বেগ পেতে হচ্ছে স্থানীয়দের। অপরদিকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দুর্গম এলাকায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে কাজ করছে সেনাবাহিনী ও বিজিবি। এদিকে বরকল উপজেলার ঠেগা, খুব্বাং, চুমাচুমি, লংগদু ও রাজস্থলীসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে নতুন করে কয়েকশ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ফারুয়া বাজার কমিটির সভাপতি মো. হারুন বলেন, 'বন্যায় বাজার ও আশপাশের এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এখন পুরো বাজার ও আশপাশের এলাকা প্রায় আড়াই ফুট পলিমাটির নিচে নিমজ্জিত। পলি অপসারণ করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।'
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা মানুষের মধ্যে তিন বেলা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া টানা বর্ষণে এ পর্যন্ত জেলায় ১৩১টি স্থানে পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে।

শর্ত পূরণে দীর্ঘদিন ব্যর্থতা: বাতিল হচ্ছে ৬ মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন সনদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

নির্ধারিত নিট মূলধনের শর্ত পূরণে দীর্ঘদিন ব্যর্থ হওয়া এবং আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতির কারণে দেশের ছয়টি মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট) বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। একই সঙ্গে আরও কয়েকটি মার্চেন্ট ব্যাংকের নিট মূলধন ঘাটতির কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত এবং ব্যাখ্যা তলবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন সনদ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, সেগুলো হলো- ফাস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড; ইম্পেরিয়াল ক্যাপিটাল লিমিটেড; এনডিবি ক্যাপিটাল লিমিটেড; রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড; হাল ক্যাপিটাল লিমিটেড এবং রুটস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড। বিএসইসির একাধিক কমিশন সভার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কমিশনের মতে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সক্ষমতার ন্যূনতম শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি এবং অনেক ক্ষেত্রেই কার্যক্রম অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম বলেন, 'নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত আর্থিক সক্ষমতার শর্ত প্রতিটি মার্চেন্ট ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। যেসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে নির্ধারিত নিট মূলধন বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দুটি প্রতিষ্ঠানের নিট মূলধন ঘাটতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তে কোনো অনিয়ম বা বিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
তদন্ত ও ব্যাখ্যা তলব
নিট মূলধন ঘাটতির কারণ অনুসন্ধানে ইউনিক্যাপ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এবং জিএসপি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের বিরুদ্ধে পৃথক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এসব তদন্ত পরিচালনা করবে বিএসইসির মার্কেট ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগ। অন্যদিকে, ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের নিট মূলধন ঘাটতির বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যাখ্যা ও নিট মূলধন বৃদ্ধির অগ্রগতি পরবর্তী কমিশন সভায় উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কী বলে বিধিমালা
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও

জনগণের কল্যাণে পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে : ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে নিজ নিজ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অপরাধীর কোনো দল, মত বা সামাজিক শ্রেণি নেই। পুলিশকে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের নয়, জনগণের কল্যাণে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
সোমবার ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সে সম্মেলনকক্ষে জুন-২০২৬ মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ডিএমপির উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, থানা এলাকায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, ছিনতাইকারী, মাদক কারবারি ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে। কোনো ধরনের অপরাধ যাতে থানা এলাকায় সংঘটিত হতে না পারে, সেই লক্ষ্যে সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
তিনি বলেন, ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হবে। অন্যদিকে দায়িত্বে অবহেলা, শৃঙ্খলাভঙ্গ কিংবা পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, আশা করছি, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভবিষ্যতে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।
মাসিক অপরাধ সভায় জুন মাসে ঢাকা মহানগরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা বিধানসহ উত্তম কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ডিএমপির বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণকে পুরস্কৃত করেন ডিএমপি কমিশনার।

২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দলের ছক ইনফান্তিনোর

খেলা ডেস্ক

ফুটবল বিশ্বকাপের পরিধি আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ২০২৬ বিশ্বকাপে ৩২ দলের সনাতন রূপ বদলে দলসংখ্যা ৪৮-এ উন্নীত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের শতবর্ষী বিশ্বকাপে ৬৪ দলে নেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে ফিফা। সুইস সংবাদমাধ্যম 'ব্লুইন'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফিফা প্রধান নিজেই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ইনফান্তিনোর মতে, ৪৮ দলের বর্তমান ফরম্যাটটি মাঠের খেলায় এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে 'শতভাগ সফল' হয়েছে। যদি ২০৩০ আসর থেকে ৬৪ দলের এই নতুন প্রস্তাব কার্যকর হয়, তবে ২০২৬ বিশ্বকাপের তুলনায় আরও ১৬টি দল সরাসরি মূল পর্বে খেলার টিকিট পাবে।
ফিফা সভাপতি এই ভাবনার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, বিশ্বকাপ ফুটবল কেবল ইউরোপ কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার একক সম্পত্তি নয়, এটি পুরো বিশ্বের হওয়া উচিত। প্রতিটি দেশেরই ফুটবল বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার স্বপ্ন দেখার অধিকার রয়েছে। বড় মঞ্চে সুযোগ পেলে অপেক্ষাকৃত ছোট ফুটবল শক্তিগুলোও তাদের লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারবে এবং ফুটবলের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
বিশ্বকাপকে ৬৪ দলে রূপ দেওয়ার এই মাস্টারপ্ল্যানটি প্রথম সামনে আসে ২০২৫ সালের মার্চে। ফিফা কাউন্সিলের এক সভায় উরুগুয়ের প্রতিনিধি ইগনাসিও আলোনসো প্রথম এই ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল সংস্থা (কনমেবল)-এর সভাপতি আলেহান্দ্রো ডোমিঙ্গেসও বিষয়টিকে জোরালো সমর্থন দিয়ে বলেছেন, বিশ্বকাপের ১০০ বছর পূর্তির আসরটি যদি ৬৪ দল নিয়ে করা যায়, তবে সেটি হবে 'স্বপ্নের মতো'।
২০৩০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে তিন মহাদেশের ছয়টি দেশে। উদ্বোধনী পর্বের উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে একটি করে ম্যাচ আয়োজন করবে। বাকি অধিকাংশ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোতে। তবে ৬৪ দলের ফরম্যাট চালু হলে দক্ষিণ আমেরিকার তিন দেশ পূর্ণাঙ্গ গ্রুপ পর্ব আয়োজনের দাবিও তুলতে পারে, কেবল প্রতীকী ম্যাচ নয়।
তবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতাও রয়েছে। উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দার সেফেরিন ইতোমধ্যে এটিকে খারাপ ধারণা বলে মন্তব্য করেছেন। তার মতে, এতে বিশ্বকাপের মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বাছাইপর্বের গুরুত্বও কমে যাবে। একই অবস্থান নিয়েছেন কনকাকাফ সভাপতি ভিক্টর মন্তাগ্লিয়ানিও।

জেলের জালে ধরা পড়ল

প্রবেশ করলে তীব্র ব্যথা, ফোলা এবং কখনো শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। তাই খালি হাতে এই মাছ ধরা বা স্পর্শ করা ঝুঁকিপূর্ণ।
তিনি আরও বলেন, লায়নফিশ সাধারণত ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের উষ্ণ উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়। এরা ছোট মাছ ও চিংড়ি খেয়ে বেঁচে থাকে।
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, লায়নফিশের পাখার কাঁটায় বিষ থাকে। তাই এ ধরনের মাছ খালি হাতে ধরার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বন্যাকবলিত জেলার

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বন্যাকবলিত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক টানা অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে দেশের কয়েকটি জেলায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মেডিকেল টিম মোতায়েন, পর্যাপ্ত ওষুধ, স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও অ্যান্টি স্নেক ভেনমের মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে অতিরিক্ত মেডিকেল টিমও পাঠানো হবে জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ ১১টি জেলায় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি তদারকির জন্য একজন করে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের কাজ করছে।
সাখাওয়াত হোসেন বলেন, জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, শিশু ও দুর্গম এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বন্যাকবলিত এলাকায় সাপের কামড়ের চিকিৎসায় পর্যাপ্ত ওষুধ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বন্যার সময় সাপের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আগেই পর্যাপ্ত ওষুধ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মানুষকে ওঝার কাছে না গিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাউকে সাপে কামড় দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করার জন্য সিভিল সার্জনদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দূষিত পানির কারণে ডায়রিয়া বা কলেরা দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্যালাইনসহ পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত রয়েছে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে।
এ বিষয়ে স্বাস্থ্যসচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বন্যাকবলিত এলাকায় বিভিন্ন হাসপাতালে সাপে কাটা ৯৫ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন এবং সবাই সুস্থ আছেন। বর্তমানে ১ হাজারের বেশি ভায়াল অ্যান্টিভেনম মজুত রয়েছে। জেলা পর্যায়ে ২১ হাজার ভায়াল সংরক্ষণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও ২৫ হাজার ভায়াল যুক্ত হবে। ফলে অ্যান্টিভেনম সংকটের কোনো আশঙ্কা নেই।
তিনি আরও বলেন, বন্যাপরবর্তী পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করতে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ডায়রিয়া, কলেরা ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ওআরএস, স্যালাইন, ওষুধ এবং বিশেষ মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রয়োজন হলে রোগীদের দ্রুত উন্নত হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কল সেন্টার ১৬২৬৩ নম্বর এবং স্বাস্থ্য বাতায়নের মাধ্যমে বন্যাকবলিত এলাকার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ডেঙ্গু ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের পরিস্থিতিও কেন্দ্রীয়ভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জরুরি কন্ট্রোল রুম (০১৭৫৯১১৪৪৮৮) খোলা হয়েছে।

বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম

(স্টেম) শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভিশন বাস্তবায়নে শিক্ষাই হবে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ, আর সেই বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করে, যা একটি জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়।
তাই প্রাথমিক থেকেই শিক্ষার্থীদের স্টেম বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বেছে নিতে পারে।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ব্র্যাক, লেগো এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের বাস্তবায়িত প্লে-বেইজড শিক্ষা কার্যক্রম সরকার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এসব কার্যক্রমের সফল মডেল মূল্যায়ন করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্লে-প্যাড ও স্টেম ল্যাব চালুর সম্ভাবনা বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে কয়েকশ বিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
তিনি বলেন, সরকার শুধু সরকারি বিদ্যালয় নয়, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, মাদরাসাসহ সব ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অভিন্ন ন্যূনতম শিক্ষার মান নির্ধারণের কাজ করছে। শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, অবকাঠামো ও শিক্ষার গুণগত মান সব ক্ষেত্রেই একটি জাতীয় মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শেখার অর্জন এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এ বাস্তবতা পরিবর্তনে সরকার শিক্ষা সংস্কার, যুগোপযোগী কারিকুলাম, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, প্লে-বেইজড লার্নিং এবং স্টেম ভিত্তিক শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।
অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্র্যাক সহ বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিগণ এবং গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্দা কাটিয়ে

দুর্বল পারফরম্যান্স কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো ইঙ্গিত মিলছে দেশের শেয়ারবাজারে। বেশ কয়েকদিন ধরেই ভালো ও মৌলভিত্তিসম্পন্ন শেয়ারের দাম বাড়ছে। গতকাল রবিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজারে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) অধিকাংশ শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। এতে এক্সচেঞ্জটির সব মূল্যসূচকও বেড়েছে। পাশাপাশি ঢাকার এই শেয়ারবাজারে প্রায় দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। গতকাল লেনদেনের শুরুতেই ডিএসইর অধিকাংশ শেয়ার ও ইউনিট দাম বৃদ্ধি পায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তালিকা আরও বড় হয়। এই ধারা অব্যাহত থেকে দিন শেষে অধিকাংশ শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়। ডিএসইতে মোট ৩৯২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়। এর মধ্যে ১৯৯টির দাম বেড়েছে এবং কমেছে ১৫৬টির দাম। আর ৩৭টির দাম দিন শেষ অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকা বড় হওয়ায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৪৫ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮৪৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
ডিএসইর তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ারদর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বর্তমানে ৪৪ কোম্পানির শেয়ারদর গত এক বছরের সর্বোচ্চ দর বা ওই দরের তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ ব্যবধানের মধ্যে অবস্থান করছে। ১০ শতাংশ সীমার মধ্যে এসেছে ১৪৩ কোম্পানির শেয়ার। গত দুই থেকে ছয় মাসের মধ্যে গত বছরের সর্বনিম্ন দরের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ থেকে সর্বোচ্চ আটগুণ পর্যন্ত দরে উন্নীত হয়েছে ৬৮ কোম্পানির শেয়ার। কমপক্ষে ৫০ শতাংশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ দরে উন্নীত হয়েছে আরও ১২৭ কোম্পানির শেয়ার। ঢাকার শেয়ারবাজারে বর্তমানে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ৩৫৫টি। শেয়ার লেনদেনও বাড়ছে।
গত ছয় সপ্তাহের ২৭ কর্মদিবসের ২৪ দিনই হাজার কোটি টাকার ওপর শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে। এ সময় গড়ে কেনাবেচা হয়েছে ১ হাজার ২৫৮ কোটি টাকার শেয়ার। ২০২২ সালের নভেম্বরের পর এত দীর্ঘ সময় লেনদেনের এমন গতি দেখা যায়নি। ২০২৩ সালের মে মাসের শেষ ও জুনের শুরু বা ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহ এবং ২০২৫ সালের আগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরের শুরুতে বেশ কয়েক দিন হাজার কোটি টাকার বেশি শেয়ার কেনাবেচা হয়েছিল। তবে তার ব্যপ্তি বর্তমানের তুলনায় এত দীর্ঘ ছিল না। গত প্রায় দুই মাসের শেয়ারদরের উত্থান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বীমা এবং বস্ত্র খাতের শেয়ারদর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে যাওয়া শেয়ারগুলোর বেশির ভাগই এ দুই খাতের। এ ছাড়া প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি এবং জ্বালানি খাতের কিছু নির্দিষ্ট শেয়ারেও বড় উত্থান দেখা গেছে।
গত এক বছরের সর্বনিম্ন দরের তুলনায় সর্বোচ্চ প্রায় আটগুণ দর বেড়েছে ডমিনেজ স্টিল কোম্পানির শেয়ারের। গত বছরের ২৩ জুন এ কোম্পানির শেয়ার ১০ টাকার কমে কেনাবেচা হয়েছিল, যা গত বৃহস্পতিবার কেনাবেচা হয় ৮১ টাকা ৪০ পয়সায়। গত ৮ জুন এ শেয়ার বছরের সর্বোচ্চ ৮৩ টাকা ৮০ পয়সায় কেনাবেচা হয়েছিল।

কাপ্তাই লেকের পানি

বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ৫টি ইউনিট এর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪০ মেগাওয়াট।
গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির কারণে কাপ্তাই লেকে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রে উৎপাদন বেড়েছে। পানি সংকটের কারণে দীর্ঘ ৩ মাস ধরে সচল থাকার পরও কেন্দ্রের ৫টি ইউনিট এক সাথে চালু করা সম্ভব হয়নি।
তবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে কাপ্তাই লেকের পানি বেড়ে গেলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন আরও বাড়বে।
কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম সূত্র জানিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে জেলার কাপ্তাই লেকে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনও বেড়েছে।
সূত্র আরও জানায়, এসময় রুলকার্ভ অনুযায়ী লেকে পানি থাকার কথা ৯০ দশমিক ৩১ ফুট মীন সী লেভেল (এমএসএল)। বর্তমানে পানি আছে ৮৫ দশমিক ৪৪ ফুট এমএসএল। লেকে সর্বোচ্চ পানি ধারণ ক্ষমতা ১০৯ ফুট এমএসএল।
উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভর। কাপ্তাই লেকে পানি বেড়ে গেলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫টি ইউনিট এক সাথে চালু থাকলে ২৩০ থেকে ২৪২ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদ

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোকাররম হোসাইন ইত্তেফাক ডিজিটালকে জানান, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ মোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের দায়ের করা ইউসিবি ব্যাংকের ২৫ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় সোমবার দুদকের পক্ষ থেকে আদালতে আরও চারজনের সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়। আদালতে তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত এই মামলায় মোট ৩১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হলো। আগামী ২৬ জুলাই পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ ধার্য করেছেন আদালত।
আদালত সূত্র জানায়, গত ৫ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. মশিউর রহমান চট্টগ্রাম মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে মামলার অভিযোগপত্র জমা দেন।
মামলার আসামিরা হলেন- সাবেক মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ (৫৬), তার স্ত্রী ইউসিবিএল ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামান (৪৬), সাবেক পরিচালক আসিফুজ্জামান চৌধুরী (৪৬) ও রোকসানা জামান চৌধুরী (৫৬)।
সাবেক পরিচালকদের মধ্যে রয়েছেন, বশির আহমেদ (৫৫), আফরোজা জামান (৪৮), সৈয়দ কামরুজ্জামান (৬১), মো. শাহ আলম (৬২), মো. জোনাইদ শফিক (৬৪), অপরূপ চৌধুরী (৬৫), তৌহিদ সিপার রফিকুজ্জামান (৬৬), ইউনুছ আহমদ (৭৯), হাজী আবু কালাম (৭৯), নুরুল ইসলাম চৌধুরী (৬২) এবং সাবেক চেয়ারম্যান এম এ সবুর (৭৭) ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ কাদরী (৬৪)।
ব্যাংকটির সাবেক কর্মকর্তাদের মধ্যে আছেন, মোহাম্মদ একরাম উল্লাহ (৫১), আবদুল হামিদ চৌধুরী (৫০), আবদুর রউফ চৌধুরী, জিয়াউল করিম খান (৪৬), মীর মেসবাহ উদ্দীন হোসাইন (৬২) ও বজল আহমেদ বাবুল (৫৬)।
সাবেক মন্ত্রী জাবেদের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যাদের আসামি করা হয়েছে তারা হলেন, মোহাম্মদ ফরমান উল্লাহ চৌধুরী (৫১), মোহাম্মদ মিছবাহুল আলম (৫০), আব্দুল আজিজ (৩৯), মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (৫৪), মোহাম্মদ হোছাইন চৌধুরী (৪৮), ইয়াছিনুর রহমান (৪৩), ইউছুফ চৌধুরী (৪৫) ও সাইফুল ইসলাম (৪৫), আরামিট গ্রুপের এজিএম উৎপল পাল (৫১), প্রদীপ কুমার বিশ্বাস (৫১), মো. জাহিদ (৪৫), মো. শহীদ (৪৯), মো. সুমন (৩৯), ইলিয়াস তালুকদার (৫০) ও ওসমান তালুকদার (৪৮)।

কক্সবাজারে বন্যা ও

প্রাণ হারিয়েছেন। যাদের মধ্যে আছেন উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত ১৫ রোহিঙ্গাও। এদিকে বন্যার পানি নামতে শুরু করায় বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানি সরে গেলেও কাদামাটি পরিষ্কার করতে হিমশিম খাচ্ছেন বাসিন্দারা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চকরিয়া, পেকুয়া ও মাতামুহুরী এলাকায় সুপেয় পানি ও খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারি উদ্যোগে শুকনো খাবারসহ ত্রাণ বিতরণ চললেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। চকরিয়ার বরইতলী ইউনিয়নের স্কুল শিক্ষক নুরুল আমিন বলেন, ৩ দিন ধরে পানিবন্দি ছিলাম। এখন পানি কমলেও এলাকায় সুপেয় পানি ও খাবারের সংকট রয়েছে। হতদরিদ্র মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছেন। গত রোববার চকরিয়ায় ত্রাণ বিতরণকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসাইন বলেছেন, বন্যা দুর্গত প্রতিটি মানুষ পাবে সরকারি সহায়তা। পানিবন্দি মানুষের দুর্ভোগ না কমা পর্যন্ত যত রকম সাহায্য দরকার সেটা সরকার দেবে। এর জন্য যত বরাদ্দ দরকার সরকার ব্যবস্থা নেবে। সরকারি সহায়তা থেকে দুর্গত কোনো মানুষ বাদ পড়বে না। এছাড়া বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ও সংস্কারকাজ সহ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান বলেন, জেলার ৭১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬৯টি ইউনিয়ন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দি রয়েছেন। জেলা প্রশাসনের ৬৪৮টি আশ্রয়কেন্দ্রে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ, উদ্ধারসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশসহ ৭ দেশের

ইলেক্ট্রনিক পর্যটন ভিসা ইস্যু করা হবে। এ ক্ষেত্রে সৌদি দূতাবাসে যেতে হবে না বা পৃথকভাবে ভিসার আবেদন জমা দিতে হবে না। ভ্রমণকারীদের অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে নির্ধারিত প্যাকেজ নির্বাচন করে অনলাইনে দাম পরিশোধ করবেন। এরপর ই-মেইলের মাধ্যমে তারা ভিসা, ভ্রমণ বীমা এবং প্রয়োজনীয় ভ্রমণ-সংক্রান্ত নথি পাবেন। সৌদি পর্যটন মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত ‘রিজার্ভাল্ল’ ও ‘আলমুসাফার’ নামের দুটি কোম্পানিকে এই সেবা দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।
ভিসার মেয়াদ ও প্যাকেজের শর্ত
এই সিঙ্গেল-এন্ট্রি (একবার প্রবেশের সুযোগ) ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ থাকবে তিন মাস। দর্শনার্থীরা এই ভিসায় সৌদি আরবে ন্যূনতম ২ দিন এবং সর্বোচ্চ ৮৮ দিন অবস্থান করতে পারবেন। প্রতিটি ভ্রমণ প্যাকেজে থাকবে-
১. নিশ্চিত যাওয়া-আসার (রাউন্ড-ট্রিপ) বিমান টিকেট
২. সৌদি পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত চার তারকা বা তার বেশি মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা
৩. ইলেক্ট্রনিক পর্যটন ভিসা
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্যাকেজের ন্যূনতম দাম প্রথম দুই দিনের ক্ষেত্রে ৪ হাজার সৌদি রিয়াল। এরপর প্রতি দিনের জন্য আরও ১ হাজার রিয়াল যোগ হবে। পর্যটকরা চাইলে এই প্যাকেজের সঙ্গে বিভিন্ন ইভেন্টের টিকেট, বিনোদনমূলক কার্যক্রম এবং পর্যটন অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত সেবাও যুক্ত করতে পারবেন।
ওমরাহ অন্তর্ভুক্ত নয়
এই প্যাকেজ ভিসায় মক্কা ও মদিনায় ওমরাহ পালনের কোনো ব্যবস্থা বা সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর দর্শনার্থীরা পবিত্র দুই নগরীসহ দেশটির যে কোনো স্থানে ভ্রমণ করতে পারবেন। একবার ভিসা ইস্যু হওয়ার পর সেটি আলাদাভাবে বাতিল করা যাবে না। তবে কোনো কারণে ভ্রমণ প্যাকেজ বাতিল হলে সংশ্লিষ্ট ভিসাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। সৌদি আরবের পর্যটন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশের সুযোগ আরও বাড়াতে আগামীতে এই কর্মসূচিতে নতুন নতুন দেশের নাম যুক্ত করা হবে।
ভিশন ২০৩০-এর অধীনে পর্যটন খাতের প্রসার
সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০ কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য প্রবেশ আরও সহজ করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই প্যাকেজ ভিসা চালু করা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দেশটির ইনস্যুরেন্স অথরিটির যৌথ উদ্যোগে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর আগে আন্তর্জাতিক পর্যটন বাড়াতে সৌদি আরব ভিসা-অন-অ্যারাইভাল এবং স্টপওভার ট্রানজিট ভিসা চালু করেছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে থানায়

তিনি জানান, ৫ মাস আগে তার স্বামী মারুফ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে লাশ বাড়ির আঙিনায় মাটিচাপা দেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে তার স্বামীকে আটক করে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানানো পর গর্ত খুঁড়ে লাশ উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হয়। দুপুর থেকে খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। কিন্তু ভারী বৃষ্টির কারণ কাজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে।
খুলনা মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. রেজাউর রহমান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে। গত রমজানের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে ইজিবাইক ছিনিয়ে নিতে মারুফ নামে এক চালককে হত্যা করে লাশ বাড়ির আঙিনায় স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে পুতে রাখেন। মারুফ ও মুরাদ মোল্লা একসঙ্গে মাদক সেবন করতেন। মাদক সেবনের জন্যই মারুফ ইজিবাইক নিয়ে ওই বাড়িতে আসেন। তখন স্বামী-স্ত্রী তাকে হত্যা করেন।
তিনি বলেন, সিআইডি ও পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উত্তোলনের কাজ করছে। লাশ তোলার পর ময়নাতদন্ত এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নৌকায় চড়ে

ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে পরীক্ষার কেন্দ্রে যেতে হচ্ছে। এ সময় অধিকাংশ পরীক্ষার্থীকে ভেজা কাপড়ে কেন্দ্রে যেতে দেখা যায়। ডুবে যাওয়া সড়কে কাউকে কাউকে পড়ে যেতেও দেখা গেছে। বর্ষায় পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবকদেরও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে।
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল বাসার বলেন, এ কেন্দ্রে আটটি কলেজের ২১ শ' পরীক্ষার্থী আছে। মাঠে পানি থাকলেও রুমের ভেতর পানি নেই। যে সকল পরীক্ষার্থী একটু দেরিতে কেন্দ্রে এসেছে তাদের অতিরিক্ত সময় দিতে বোর্ড থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আহসান পারভেজ বলেন, বোর্ডের অধীন ৬ জেলায় ভারী বর্ষণে কেন্দ্রের সামনে ও রাস্তায় জলাবদ্ধতা দেখা দিলেও কক্ষের ভেতর কোথাও পানি ঢোকেনি। যেসব পরীক্ষার্থী কিছুটা বিলম্বে কেন্দ্রে গেছে তাদের বিষয়টি সহানুভূতির সাথে দেখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করি, কোনো পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে সমস্যা হবে না।
কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. ইউসুফ মোল্লা টিপু জানান, সকালে পরীক্ষা শুরুর আগ থেকে তিনি সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে প্রবেশের কাজ তদারকি করেছেন।
গতকাল সোমবার মাত্র তিন ঘণ্টায় ১০৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কুমিল্লায়। এতে তলিয়ে গেছে নগরীর প্রধান সড়ক, অলিগলি ও আবাসিক এলাকা। কোথাও হাঁটুসমান, কোথাও কোমরসমান পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা। বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষ। এদিকে জলাবদ্ধতার সুযোগে রিকশা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ভাড়া দ্বিগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন চালকেরা। অতিরিক্ত ভাড়া গুণতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা।
কুমিল্লা আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ১৩৮ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে সোমবার ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত মাত্র তিন ঘণ্টায় রেকর্ড হয়েছে ১০৭ মিলিমিটার বৃষ্টি। দিনভর আরও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয়

কমিটির ‘প্রধান সমন্বয়ক’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের (এএফডি) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। সদস্যসচিব হিসেবে কাজ করবেন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশের আইজিপি, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক, বিজিবির মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক।
এছাড়া শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের (আরআরআরসি) কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) সহ পাঁচজন কর্মকর্তাকে কমিটির সহায়তাকারী হিসেবে রাখা হয়েছে।
কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, এটি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কাজের তদারকিতে যুক্ত থাকবে। এ ছাড়া, এই কমিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজের পরিধি ও ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করতে কাজ করবে।
একই সঙ্গে প্রধান সমন্বয়কের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ পর্ষদ গঠন করা হবে। এই পর্ষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং রোহিঙ্গাদের দ্রুত ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য মূল ‘জাতীয় কর্মকৌশল’ তৈরি করবে। বিশেষ পর্ষদ আগামী ৩ মাস বা ৯০ দিনের মধ্যে এই কৌশল প্রণয়ন করে জাতীয় কমিটির কাছে জমা দেবে।
গঠিত এই কমিটির প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সব ধরনের সাচিবিক সুবিধা দেবে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)। তবে কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সভাপতির নির্দেশক্রমে পরবর্তীতে অন্য যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো সামরিক বা বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান বা যেকোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটিতে কো-অপ্ট (অন্তর্ভুক্ত) করতে পারবে।

বাংলাদেশ হবে বিশ্বমঞ্চে

জানান, দেশের প্রতিটি জেলায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ‘শিশুস্বর্গ’ নামক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও স্পেস গড়ে তোলার সক্ষমতা রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো হবে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল কেন্দ্রবিন্দু।
তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশাল মাঠকর্মী বাহিনী তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে প্রাথমিক মেডিকেল অ্যাটেনশন ও থেরাপির মাধ্যমে এই ‘শিশুস্বর্গ’ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ তৈরি করে দেবে। ফলে চিকিৎসার সাথে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের একটি নিখুঁত সমন্বয় ঘটবে।
সরকার প্রতিবন্ধীদের দোরগোড়ায় রাষ্ট্রীয় সেবা ও অধিকার পৌঁছে দেওয়ার মেগা টার্গেট নিয়েছে জানিয়ে ড. মুহিত বলেন, দেশে বর্তমানে ৪৬ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরকারি ডেটাবেজের আওতায় থাকলেও প্রকৃত সংখ্যা অন্তত ১ কোটি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে সহজ করতে কোনো দয়া বা চ্যারিটি মডেল নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ অধিকারভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারণী স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে।
আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের ঘাটতি দূর করতে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহে দুটি বিশেষ কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টিকে অত্যন্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, রাষ্ট্র এদের দয়া করছে এমন পরিবেশ তিনি চান না, বরং অন্য সব নাগরিকের মতো সমঅধিকার যেন তারা উপভোগ করতে পারেন।
প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছে ‘প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও সেবা সুরক্ষা নীতি নির্ধারণ স্টিয়ারিং কমিটি’, যেখানে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বিকল্প সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এছাড়া নীতিসমূহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য গঠিত ‘প্রতিবন্ধী অধিকার ও সেবা সুরক্ষা বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি করা হয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীকে এবং সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী। কমিটিগুলো গঠনের মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে প্রথম এবং এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সভা সম্পন্ন করে কাজের গতিশীলতা প্রমাণ করেছে।
প্রতিমন্ত্রী জানান, শীর্ষ পর্যায়ের এই সমন্বয়ের ফলে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মেট্রোরেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অর্ধেক ভাড়া বা বিনামূল্যে যাতায়াতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করার উদ্যোগ নিচ্ছে।
স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাপ্রদান প্রক্রিয়াকে একটি ‘কনভেয়র বেল্ট’ এর সাথে তুলনা করেন।
তিনি বলেন, একজন প্রতিবন্ধী শিশু যখন জন্মায়, তখন তার এক ধরনের চিকিৎসা ও থেরাপির প্রয়োজন হয়। ৬ বছর বয়সে তার চাহিদা ভিন্ন হয়, ১২ বছর বয়সে প্রতিবন্ধী কিশোরীর প্রয়োজন আলাদা এবং যৌবনে তার দরকার কর্মসংস্থান। জন্ম থেকে কর্মসংস্থান পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপে রাষ্ট্র তার পাশে থাকবে এবং কনভেয়ার বেল্টের মতো ধাপে ধাপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তার চাহিদা পূরণ করবে।

জায়গা সংকটে স্থবির

অবকাঠামোর আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো জায়গার সংকট। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বন্দরের বাইরে পাথর লোড-আনলোড করতে হচ্ছে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ও ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফল আমদানিতেও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিলতা রয়েছে। এসব সমস্যার কারণে গত তিন বছর ধরে এ বন্দর দিয়ে ফল আমদানি বন্ধ রয়েছে। এতে শুধু ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। বন্দরের বাণিজ্যিক কার্যক্রমও সংকুচিত হয়ে পড়ছে।'
আরেক ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ফল আমদানির ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য কাস্টমস স্টেশনে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, সোনামসজিদ স্থলবন্দরে তা পাওয়া যায় না। এ কারণে কোনো ব্যবসায়ীই এ বন্দর দিয়ে ফল আমদানিতে আগ্রহী হচ্ছেন না। পাথর আমদানির ক্ষেত্রেও নানা ধরনের জটিলতা ও ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বন্দরের জায়গা সংকট, পণ্য খালাসে বিলম্ব এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ব্যবসায়ীদের সময় ও অর্থ দুই দিক থেকেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।'
সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল বেনাপোল স্থলবন্দরের উদাহরণ টেনে বলেন, ‘যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে যেখানে প্রায় সাড়ে ৩০০ একর জায়গা রয়েছে, সেখানে সোনামসজিদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে জায়গা মাত্র ১৯ একর। এই অল্প জায়গা নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব।'
তিনি বলেন, ‘পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আমদানিকারকরা এই বন্দর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ফলে একসময়ের শীর্ষ এই বন্দরে আমদানি-রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে। পুরো অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ছে।'
সোনামসজিদ সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিনও বেনাপোল স্থলবন্দরের উদাহরণ টানেন। তিনি বলেন, ‘সোনামসজিদ স্থলবন্দরকে টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হলে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এটা হলে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমবে এবং সরকারের রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।'
জায়গা সংকট নিরসনে সরকারের কাছে অতিরিক্ত প্রায় ২২ একর জমি অধিগ্রহণের আবেদন করা হয়েছে বলে জানান স্থলবন্দর পরিচালনাকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পানামা সোনামসজিদ পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম।
তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পার হয়ে গেলেও এখনো এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
মাইনুল ইসলাম বলেন, ‘জায়গার অভাবে বন্দরের নির্ধারিত ইয়ার্ডে সব ট্রাক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক পণ্য বন্দরের বাইরে খোলা জায়গা ও সড়কের পাশে লোড-আনলোড করতে হচ্ছে। যানজটেরও সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় আমদানি-রপ্তানির গতি কমে যাচ্ছে।'
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সোনামসজিদ কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. হুমাউর কবির বলেন, ‘গত তিন বছর ধরে এ বন্দর দিয়ে ফল আমদানি বন্ধ রয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে জ্বালানি সংকটসহ বিভিন্ন কারণে আমদানি কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর ফলে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।'
তিনি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সোনামসজিদ স্থলবন্দরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক হাজার ১২২ কোটি ৪১ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৯০৭ কোটি ৮০ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। ফলে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে ২১৪ কোটি ৬১ লাখ ১২ হাজার টাকা।
কাস্টমসের এই রাজস্ব কর্মকর্তার মতে, আমদানি কার্যক্রম স্বাভাবিক না হওয়া, ফল আমদানি বন্ধ থাকা এবং বিভিন্ন কাঠামোগত সমস্যার কারণেই এই রাজস্ব ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

এবার আখাউড়ার সীমান্তবর্তী

এছাড়া আখাউড়া-আগরতলা স্থলবন্দর সড়কে এখনো পানি না ওঠায় যান চলাচল এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমও স্বাভাবিক রয়েছে।
তবে স্থলবন্দর এলাকার সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও আমদানি-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যালয়ে পানি ঢুকেছে। বন্দর এলাকার কয়েকটি খাবারের হোটেল এবং সীমান্তবর্তী অনেক বাড়িতেও বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।
স্থলবন্দর সংলগ্ন কালন্দি খাল ও জাজি নদী দিয়ে ভারতীয় পাহাড়ি ঢলের পানি দ্রুত বাংলাদেশে প্রবেশ করায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে আখাউড়া-আগরতলা সড়কের দুই পাশের কালিকাপুর, বীরচন্দ্রপুর, আবদুল্লাহপুর, বঙ্গেরচর, রহিমপুর, সাহেবনগর, আদমপুর, ভাটামাথা, চন্দ্রপুর, বাউতলা ও কর্নেল বাজারসহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
এদিকে হাওড়া নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় নদীপাড়ের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে।
আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাপসী রাবেয়া বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপজেলা প্রশাসন সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বন্যাদুর্গত মানুষের আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

টাকা নিয়েও ‘টিকিট দেয়নি’ ফ্লাইট এক্সপার্ট, ৩৫ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক

কয়েক'শ গ্রাহক ও সাব-এজেন্টের কাছ থেকে বিমান টিকিটের অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে টিকিট সরবরাহ না করার অভিযোগে অনলাইনভিত্তিক ট্রাভেল প্রতিষ্ঠান ফ্লাইট এক্সপার্টের (এফইবিডি) বিরুদ্ধে প্রায় ৩৪ কোটি ৬৯ লাখ ৩১ হাজার ৯০ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর মতিঝিল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রতিষ্ঠানটির সাত জনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। সিআইডি মিডিয়া বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মামলার আসামিরা হলেন, এফইবিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ফ্লাইট এক্সপার্টের সিইও সালমান বিন রশিদ শাহ সায়েম, প্রতিষ্ঠাটির প্রেসিডেন্ট এম এ রশিদ শাহ সম্রাট, পরিচালক আমির হামজা রশিদ শাহ নায়েম, পরিচালক এ কে এম শাহদাত হোসেন, পরিচালক আব্দুল গণি মেহেদী, হেড অব ফাইন্যান্স মো. সাকীব হোসেন এবং সোমা ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেসের স্বত্বাধিকারী মোতাহের হোসেন। সিআইডির অনুসন্ধানে জানা যায়, ফ্লাইট এক্সপার্ট ২০১৬ সালে অনলাইনভিত্তিক বিমান টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু করে। পরে প্রতিষ্ঠানটি হোটেল বুকিং, হজ ও ওমরাহ প্যাকেজসহ বিভিন্ন ট্রাভেল সেবা দিতে শুরু করে। ২০১৯ সালে এফইবিডি নামে যৌথমূলধনী কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন নিলেও প্রতিষ্ঠানটি ফ্লাইট এক্সপার্ট ও এফইবিডি; উভয় নামেই ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করত। প্রতিষ্ঠানটি বি-টু-বি (বিজনেস টু বিজনেস) এবং বি-টু-সি (বিজনেস টু কনজ্যুমার) উভয় পদ্ধতিতে বিমান টিকিট বিক্রি করতো উল্লেখ করে সিআইডি বলছে, বিভিন্ন সময়ে অস্বাভাবিক মূল্যছাড়ের ঘোষণা দিয়ে দেশের বিভিন্ন সাব-এজেন্ট ও সাধারণ গ্রাহকের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অগ্রিম অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত টিকিট সরবরাহ না করে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালমান বিন রশিদ শাহ সায়েম ২০২৫ সালের ১ আগস্ট দেশ ত্যাগ করেন। সিআইডির অনুসন্ধানে দেখা যায়, এফইবিডির নামে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে জমা হওয়া অর্থ পরে ফ্লাইট এক্সপার্টের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর, উত্তোলন ও রূপান্তরের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ সম্পদের উৎস, মালিকানা ও প্রকৃতি গোপনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেশত্যাগের পরও কোম্পানির কয়েকজন পরিচালক ও হেড অব ফাইন্যান্স বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব থেকে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ উত্তোলন ও স্থানান্তর করেন। এসব লেনদেনের মাধ্যমে প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ফ্লাইট এক্সপার্ট বিভিন্ন আইএটিএ অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে টিকিট সংগ্রহ করলেও বহু ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কাছ থেকে টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য নেওয়ার পরও টিকিট সরবরাহ করা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই টিকিটের বিপরীতে একাধিক উৎস থেকে অর্থ গ্রহণের ঘটনাও শনাক্ত হয়েছে। সিআইডির অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে প্রতারণার মাধ্যমে ৩৪ কোটি ৬৯ লাখ ৩১ হাজার ৯০ টাকা আত্মসাৎ এবং পরে তা বিভিন্ন ব্যাংকিং লেনদেনের মাধ্যমে স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মামলাটির তদন্ত সিআইডি করবে। এ বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

অনলাইন জুয়া পরিচালনা: দুই আসামি রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অনলাইন জুয়া পরিচালনার অভিযোগে গ্রেফতার আমিনুর ইসলাম ও সাকিব হোসেনের রিমান্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আমিনুর ইসলামের তিন দিন এবং সাকিবের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলমের আদালত গত রোববার শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। গতকাল সোমবার আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে, আসামিদের আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন। শুনানি শেষে আদালত আমিনুরের তিন দিন এবং সাকিবের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রাকিবুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, অনলাইন জুয়া সংক্রান্ত অভিযোগ নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর অপরাধ। তবে অভিযোগ উত্থাপন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এ আইনজীবী আরও বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দোষ বলে গণ্য হবেন। আমরা আদালতের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখি। বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবে ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। পুলিশ জানান, আসামি আমিনুর মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) নগদ কোম্পানির থানা পর্যায়ের ডিস্ট্রিবিউট ম্যানেজার। গত ১১ জুলাই রাজধানীর ধোলাইপাড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গুলশান এলাকা থেকে সাকিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের সময় আসামিদের কাছ থেকে দুটি মুঠোফোন এবং ৫৯টি এমএফএস সিম জব্দ করা হয়। মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আমিনুর তার দায়িত্বের অপব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে-বেনামে বিপুলসংখ্যক এমএফএস সিম সক্রিয় করে সহযোগীদের কাছে সরবরাহ করতো। এসব সিম ব্যবহার করে অনলাইন জুয়ার বিভিন্ন সাইটের পেমেন্ট গেটওয়ে পরিচালনা করা হতো। চক্রটি বিশেষ ধরনের একটি অ্যাপ ব্যবহার করে এমএফএস হিসাবসংক্রান্ত তথ্য ও ওটিপি সংগ্রহ করতো। পরে ওই হিসাবগুলো ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ টাকার অবৈধ লেনদেন করা হতো। ওই ঘটনায় অনলাইন জুয়া ও বেটিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সম্প্রতি প্রণীত জুয়া প্রতিরোধ আইন ২০২৬ এর ২৪, ২৫ ও ২৭ ধারায় রমনা মডেল থানায় ডিবি সাইবার এবং স্পেশাল ক্রাইমের এসআই আমির হামজা মামলাটি করা হয়।